ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 August, 2024 ■ আগরতলা ১০ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৫ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২৬ জন যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ আগস্ট ।। আবারও বেপরোয়া গতি প্রায় ২৬ জন যাত্রীকে আহত করেছে। তাঁদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। অমরপুর-উদয়পুর সড়কে গান্ধারী এলাকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনার ফলে যানজটে ওই দুইজনকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি এম্বুলেন্স। ফলে তাঁদের পুণরায় অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকিদেরও অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আজ অমরপুর-উদয়পুর সড়কে গান্ধারী এলাকায় টিআর০১সি১৩১৮ এবং টিআর০৩১৪১০ নম্বরের দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বেপরোয়া গতির কারণে ওই দুর্ঘটনায় প্রায় ২৬ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে আহতদের উদ্ধার করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালের চিকিৎসকরা নাজির হুসেন(১০) এবং মানিক কণা ত্রিপুরা(৩৬)-র অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁদের উদয়পুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু, ওই দুর্ঘটনার জেরে যানজটের কারণে এম্বুলেন্স তাঁদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে, তাঁদের পুণরায় অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহতদের অভিযোগ, বাসের চালক বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সে জন্যই অমরপুর সড়কে বাঁক নেওয়ার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

যান সংঘর্ষে আহত দুই, মৃত্যু একজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। অটো এবং বোলেরো গাড়ির সংস্পর্শে গুরুতর আহত তিনজন। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রানের বাজার মোহনপুর এলাকা থেকে চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে আসছিলেন পূর্ণলক্ষী দেববর্মা (৮০) এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায়ে মশাউলি পঞ্চায়েতের দুটি আসনে ফের ভোট হচ্ছে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৯ আগস্ট।। ফটিকরায় বিধানসভার মশাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর কেন্দ্রের ৭ এবং ৮ নম্বর আসনে ফের অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পঞ্চায়েত ভোট। কুমারঘাটের রিটার্নিং অফিসার তথা ব্লক তত্বাবধায়ক ডক্টর সুদীপ ভৌমিক জানিয়েছেন, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটকর্মীদের ব্যালট পেপার বিতরনে ত্রুটির কারনে সেই কেন্দ্রে মাঝপথে ব্যাহত হয় ভোট প্রক্রিয়া। ফলে সেই কেন্দ্রে শনিবার ফের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ঘোষনা দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

ইতিমধ্যেই সেই কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্ত হয়ে গেছে ভোট প্রস্তুতি। পৌছে গেছে ব্যালট পেপার থেকে সমস্ত ভোট সরঞ্জাম। পুনঃভোটকে নির্বিঘ্নে সাঙ্গ করতে জোর দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার বিষয়ে।

বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ভোটগ্রহন।

কিন্তু একাংশ ভোটকর্মীদের ভুলে কুমারঘাট ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ফের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ঘোষনা দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। স্থানীয় প্রশাসন এখন ব্যস্ত পুনঃনির্বাচনকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে। নির্বাচন কমিশনের পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সমগ্র ত্রিপুরার সবকটি ব্লক এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রামপঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের নির্বাচন।

গোটা রাজ্যের সাথে এদিন ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের অধিন ২৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৬টি জিলা পরিষদের মধ্যে কয়েকটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হওয়ায় ২৪৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৪ টি পঞ্চায়েত সমিতি ও সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদের আসনে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত ভোট পরেছে ৮৩ শতাংশ।

আগামী ১২ই আগষ্ট হবে ভোট গননা। কুমারঘাটের পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে ভোট গননাকে অবাধ ও শান্তিপূর্নভাবে সাঙ্গ করতে প্রস্তুতি চূড়ান্ত বলে জানালেন রিটার্নিং অফিসার। এককথায় ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ততা তুঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে।

স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক

জওয়ানের হাতে খুন গৃহশিক্ষক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। টিএসআর জওয়ান হাতে খুন গৃহশিক্ষক। শেষে থানায় নিজেই আত্মসমর্পণ করলেন ওই জওয়ান। চাঞ্চল্য এই ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় মৃত গৃহ শিক্ষকের নাম হুমায়ূন মুইসান। তার বাড়ি খাসচৌমুহনী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিএসআর জওয়ান গিয়াস উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন যে উনার মেয়ের গৃহ শিক্ষকের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। আজ ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে নিজ ঘরে গৃহ শিক্ষক হুমায়ূন মুইসান এবং তার স্ত্রীকে অবৈধভাবে হাতেনাতে ধরে ফেলে গিয়াস উদ্দিন। তখনই সে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হুমায়ূনকে ঘটনাস্থলেই খুন করে। পরে নিজেই থানায় নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে ও টিএসআর জওয়ান।

এদিকে টিএসআর জওয়ানের স্ত্রীর দাবি, এমন কোনো বিষয় নয়। তার স্বামী ও গৃহ শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাই বেতন নিতে ওই গৃহ শিক্ষক এসেছেন। তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এই খুনের পিছনে কি কারণ তাও তিনি জানেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু এক গৃহবধূর, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। বিশালগড়ের নাড়াউড়া এলাকায় এক গৃহবধুর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।বিশালগড়ের নাড়াউড়া এলাকায় কবিতা ভৌমিক নামে এক গৃহবধূকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার স্বামী। হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসক মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পরামর্শ দেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান যেহেতু গৃহবধূটির বয়স খুবই কম সেহেতু কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে হাসপাতালেই মৃত গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন ও স্বামীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহর নেশা বিরোধী অভিযানে আটক ৪০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ড: কিরণ কুমার কে এর নেতৃত্বে শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় নেশা বিরোধী অভিযান চালানো হয়। নেশাসেবনকারী সন্দেহে ৪০ জনকে আটক করেছে এদিন পুলিশ।

এদিন অভিযানকালে পুলিশ সুপার বলেন, গোটা রাজ্যে যুবসমাজ নেশার করালগ্রাসে নিমজ্জিত হচ্ছে। ফলে তাদের জীবন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজও নষ্ট হচ্ছে। প্রতিনিয়তই সাধারণ নাগরিক এই অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব এবং পশ্চিম থানা এলাকায় এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। আস্তাবল ময়দান, ডিম সাগর লেক এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযোগ চালানো হয়েছে এদিন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৪০জনের উপর যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন নেশার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি পুলিশের।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে

রাজ্যবাসী অংশগ্রহণে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ও পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। আগামী ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উৎযাপন করা হবে। তাই রাজ্যবাসীর কাছে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি, হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেন, দেশপ্রেম তথা রাষ্ট্রবাদী চেতনাকে জনমানসে উজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছর উৎযাপিত হচ্ছে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে আগামী ১৩ থেকে ১৫ আগষ্ট প্রতিটি গৃহে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি উৎযাপন করা হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, মহতী এই উদ্যোগকে সর্বাঙ্গীণভাবে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সকল অংশের জনগণের প্রতি বিনম্র আহ্বান জানিয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়ানাডে মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.)।। ভূমিধস বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানা গেছে, শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ কান্নুর পৌঁছবেন মোদী। সেখান থেকে আকাশপথে তিনি ওয়ানাডের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলা সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনে কমিটি গঠন করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ০৯ আগষ্ট ।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে ভারত সরকার। ভারতীয় নাগরিক ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই কমিটি বাংলাদেশে তাদের প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রাখবে।

কমিটির প্রধান হিসেবে থাকবেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের এডিজি। এছাড়াও এই কমিটিতে থাকবেন আইজি, বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার সাউথ বেঙ্গল, আইজি, বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার ত্রিপুরা, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (এলপিএআই) সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এবং এলপিএআই সচিব।

বিশ্ব আদিবাসী দিবসে

গন্ডাছড়ায় দুষ্কৃতিরা জাতি-জনজাতির মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর তৈরি করতে চেয়েছিল ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। গন্ডাছড়ায় দুষ্কৃতিকারীরা জাতি ও জনজাতির মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর তৈরি করতে চেয়েছিল। আজ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মুক্ত ধারার প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব আদিবাসী দিবসে এমনটাই দাবি করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে ৯০টি দেশ মিলে মোট ৪৭৬ মিলিয়ন আদিবাসী বসবাস করছেন। তাদের জীবনযাপন অত্যন্ত সাধারণ। তাই তাদের রক্ষা করা আমাদের প্রয়োজন। তাঁর কথায়, সারা দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখার লক্ষেই প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও দরকার।

এদিন তিনি বলেন, গত কিছু দিন পূর্বে এক বাঙালী ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে পাচার বানিজ্য রোধে সাফল্য পেল বিএসএফের মহিলা প্রহরীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট : ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্তে মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালান চক্রকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে সক্রিয় আছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বিএসএফ'র মহিলা জওয়ানরাও এই অভিযানে সক্রিয় আছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মাঝরাতেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কমলাসাগর সীমান্তে পাচার প্রতিরোধে সাফল্য পেয়েছেন বিএসএফ'র মহিলা প্রহরীরা।

বিএসএফ'র পক্ষে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যরাতে কমলাসাগর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে পাহারায় থাকা মহিলা জওয়ানরা এগিয়ে যানঊ সেখানে দেখা যায় যে, ৩০-৪০ জনের মত দুষ্কৃতী চোরাচালানের জন্য সীমান্তের বেড়ার দিয়ে এগিয়ে আসছেঊ তাদের কাছে লাঠি ছাড়াও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ছিলঊ মহিলা জওয়ানরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানালে পাচারকারীরা মহিলা জওয়ানদের ঘিরে ধরে আক্রমণ করে। পাচারকারীরা পাথরও ছুঁড়ে। মহিলা জওয়ানরা তখন পাম্প অ্যাকশন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৫৩ ◘১০ আগস্ট ২০২৪ ইং ◘ ২৫ শ্রাবণ ◘শনিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস

বিশ্ব আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দিবস বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অধিকার রক্ষার জন্য প্রতি বছর ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়।

জাতিসংঘ ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন করিয়া আসিতেছে এই দিবসটি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে আদিবাসী শব্দ নিয়া অনেক বিতর্ক রহিয়াছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা উপজাতি হিসেবে আখ্যায়িত করিলেও বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিজেদের আদিবাসী হিসাবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জাতিসংঘও তাহাদের দাপ্তরিক কাজে ইন্ডিজিনাস অর্থাৎ আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করে।বিভিন্ন দেশের সংখ্যায় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলিয়া ধরিবার গুরুত্ব নিয়াই পালন করা হয় এই আন্তর্জাতিক দিবসটি।

৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস। আদিবাসী জনগণের সুখ দুঃখ ব্যক্ত করিবার দিন। দেশের সর্বত্রই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন দিবসটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পালন করিয়াছে। দিবসটি কার্যত আদিবাসী জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যেই পালিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর পরও দেশের আদিবাসী জনগণ কতটা সুরক্ষিত এবং তাহাদের স্বার্থ কতটুকু সুরক্ষিত হইয়াছে সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। আদিবাসী বলিতে বোঝায় ভারতীয় উপমহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীকে। শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ যাহা ১৯৩০এর দশকে রাজনৈতিক কর্মীরা আদিবাসীদের আদিবাসী বলিয়া দাবি করে একটি আদিবাসী পরিচয় দেওয়ার জন্য তৈরি করিয়াছিলেন। শব্দটি জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্যও ব্যবহৃত হয়, যেমন বাংলাদেশের চাকমা , নেপালের ভূমিপুতারা খাস এবং শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা। ভারতের সংবিধানে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, পরিবর্তে তফসিলি উপজাতি এবং জনজাতি উল্লেখ করে। ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে উপজাতিদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। দেশটি জাতিসংঘের আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগণের উপর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ১০৭ অনুমোদন করেছে এবং আইএলও কনভেনশন ১৬৯-এ স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ভারতের সাংবিধানিক বিধান অনুসারে এই গোষ্ঠীগুলির অধিকাংশই তফসিলি উপজাতি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তারা ভারত ও বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জনসংখ্যা নিয়া গঠিত, যাহা ভারতের জনসংখ্যার ৮.৬এবং বাংলাদেশের ১.১। ২০১১সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতে ১০৪.২মিলিয়ন মানুষ এবং বাংলাদেশে ২ মিলিয়ন মানুষ। আদিবাসী সমাজ বিশেষ করিয়া তেলেঙ্গানা , অন্ধ্রপ্রদেশ , ছত্তিশগড় , গুজরাট , ঝাড়খণ্ড , মধ্যপ্রদেশ , মহারাষ্ট্র , ওড়িশা , রাজস্থানে বিশিষ্ট।পশ্চিমবঙ্গ , এবং উত্তর-পূর্ব ভারত , এবং ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ফেনী , খাগড়াছড়ি , বান্দরবান , রাঙ্গামাটি এবং কক্সবাজার।ভারতের আদি বাসিন্দাদের একজন বলিয়া দাবি করা হ ঝও, বর্তমান সময়ের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার পতনের পরে গঠিত হয়েছিল, যা প্রাচীন শিকারি -সংগ্রাহকদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাত্রার পূর্বপুরুষদের আশ্রয় নিয়েছিল, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা , ইন্দো-আর্য , অস্ট্রোএশিয়াটিক এবং টিবেট - বর্মন ভাষার বক্তা। ভারতের মুন্ডা জাতির পূর্বপুরুষরা প্রায় ৪০০০-৩৫০০ বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে অভিবাসী হয়েছিল। উপজাতীয় ভাষাগুলিকে সাতটি ভাষাগত গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, যথা আন্দামানিজ ; অস্ট্রো-এশিয়াটিক ; দ্রাবিড় ; ইন্দো-আর্য ; নিহালি ; চীন-তিব্বতি ; এবং ক্রা-দাই। পূর্ব, মধ্য, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীরা রাজনৈতিকভাবে আস্থাশীল শব্দটি ব্যবহার করে আদিবাসী , যখন উত্তর পূর্ব ভারতের উপজাতিরা ''আদিবাসী'' বা ''তফসিলি উপজাতি'' ব্যবহার করে এবং নিজেদের জন্য ''আদিবাসী'' শব্দটি ব্যবহার করে না। আদিবাসী অধ্যয়ন একটি নতুন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্ষেত্র যা প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কৃষি ইতিহাস, পরিবেশগত ইতিহাস, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ , আদিবাসী অধ্যয়ন, আদিবাসী অধ্যয়ন এবং উন্নয়নমূলক অর্থনীতির উপর অঙ্কন করে। এটি ভারতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সুনির্দিষ্ট বিতর্ক যুক্ত করে।

সত্যের জয় হল, সিসোদিয়ার জামিন মঞ্জুরে প্রতিক্রিয়া সঞ্জয় সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। সিসোদিয়া শীর্ষ আদালতে জামিন পেতেই এএপি নেতা সঞ্জয় সিং বললেন, 'জয় হল সত্যের।' সিসোদিয়া জামিন পেতেই আনন্দে মেতে ওঠেন সঞ্জয় সিং, তাঁর বাড়িতে মিষ্টি মুখ করেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'এটা সত্যের জয়। আমি আগেই বলেছি, এই মামলায় কোনও সত্য/প্রমাণ নেই। আমাদের নেতাদের জোর করে জেলে ঢোকানো হয়েছে। মণীশ সিসোদিয়াকে ১৭ মাস জেলে রাখা হয়েছিল। আমি সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি এবং সিদ্ধান্ত এএপি-এর পক্ষে এসেছে এবং প্রতিটি কর্মী আনন্দিত। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং সত্যেন্দ্র জৈনও যেন শীঘ্রই জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একনায়কতন্ত্রের উপর চড়।''

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে আদর্শ ব্যক্তি, সিসোদিয়ার জামিন মঞ্জুরে মন্তব্য গোপাল রাইয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। সিসোদিয়া শীর্ষ আদালতে জামিন পেতেই এএপি নেতা তথা দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাই বলেন, 'আজ দিল্লির বাসিন্দাদের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য আনন্দের দিন। মণীশ সিসোদিয়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে আদর্শ ব্যক্তি। কোনও প্রমাণ ছাড়াই একটি ভুয়ো মামলায় স্বৈরাচারী সরকার তাকে ১৭ মাস জেলে রেখেছিল। আজ , সত্যের জয় হয়েছে... দিল্লির মানুষ কৃতজ্ঞ যে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে,'

খেলোয়াড় জীবনের ইতি টানার ঘোষণা করলেন পেপে

লিসবন, ৯ আগস্ট (হি.স.): খেলোয়াড় জীবনের ইতি টানার ঘোষণা করলেন ৪১ বছরের পর্তুগালের ডিফেন্ডার পেপে। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। সবশেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনাল। যেখানে পর্তুগাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ফ্রান্সের বিপক্ষে। পর্তুগাল টাইব্রেকারে সেই ম্যাচটা হেরে যায়। আর ইউরোর মূলপর্বে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন তিনি।

মিত্র সপ্তমীসূর্যস্নানের একটি নাম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সুখ কখনও হয় না নিরন্তর দেবতাদেরও। তাঁদেরও জীবনে বারেবারেই নেমে আসে অ-সুখের কালরোত্রি। স্বর্গের অধিবাসী হয়েও সেখানকার সিংহাসন হাতছাড়া হয় সুরেন্দ্রর। দেবরাজ্য দখল করে অসুররা। আর তাদেরই ভয়ে স্বর্গ ছেড়ে পালান দেবতারা। দীন-দুঃখীর মতোই ঘুরে বেড়ান পথেঘাটে। কখনও বা লুকিয়ে পড়েন পাহাড়ে কন্দরে।

সেবারও হলো তাই। স্বর্গহারা দেবতারা তখন সাধারণ মানুষের মতোই দিশেহারা। কী করবেন বুঝতে পারেন না তাঁরা। সেই বুঝতে না-পারার যন্ত্রণাতেই কেমন যেন উদ্যমহীন অলস জীবন তখন তাঁদের। অক্ষমের মতো শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

সন্তানদের এই দুঃখে বিচলিত হন দেবমাতা অদিতি। প্রতিকারের আশায় তিনি করেন সূর্যের আরাধনা। এর আগে মহামায়ার মহাশক্তি স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেও এবার তিনিও যেন নিষ্ক্রিয়। আর তাই সর্বশক্তিমান সূর্যের আরাধনা করতে থাকেন অদিতি।

দেবমাতার সেই সুকঠোর তপস্যায় তুষ্ট সূর্যদেব। প্রবল তেজে প্রদীপ্ত সূর্য আবির্ভূত হন অদিতির সামনে। বলেন, তোমোর তপস্যায় তুষ্ট আমি। বলো, কী তোমার প্রার্থনা। তোমোকে অদেয় এমন কিছুই নেই আমার।

অদিতি বলেন, আমার সন্তানরা স্বর্গহারা। প্রবল শক্তিতে অসুররা কেড়ে নিয়েছেন স্বর্গের প্রাণময় সিংহাসন। তাদের ভয়ে সন্তানরা আমার যাপন করছে দীন ভিক্ষুকের জীবন। তাই বিতাড়িত করুন অসুরদের স্বর্গ থেকে। সেখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হোক আমার সন্তান দেবতারা। দয়া করে কৃপা করুন।

সূর্য বলেন, তাই হবে। আমি বিতাড়িত করবো অসুরদের ওই অমরলোক থেকে। আর তারই জন্য আসবো আমি তোমার সন্তান হয়ে। সেই রূপেই স্বর্গ করবো অসুর-মুক্ত। সূর্যের এহেন বরে সুখী মাতা অদিতি অচিরেই হন গর্ভবতী। এবার প্রতীক্ষা অজাতক মার্তণ্ডের জন্য। তারই মঙ্গলের জন্য শুরু হলো উপাসনা। নানা কৃচ্ছ সাধনে ক্লিষ্ট হতে থাকেন তিনি।

গর্ভবতী অদিতির ক্রমাগত উপবাস এবং নানা কঠোর তপস্যায় বিচলিত প্রজাপতি কশ্যপ। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, এ কী শুরু করেছ তুমি! এভাবে উপোস করতে থাকলে তোমার গর্ভস্থ সন্তানের যে ক্ষতি হবে। এমনকী তোমার গর্ভপাতও হতে পারে। তাই এমন তপস্যা থেকে বিরত হও। তোমোর অন্য সন্তানদের কল্যাণের কথা ভেবে, তাদের দুর্দশা দূর করার জন্যই তোমার সুস্থ সবল পুত্র প্রসব করা দরকার।

স্বামীর কথায় হাসেন অদিতি। বলেন, মিথ্যেই ভাবছো তুমি। এসব উপোস ও ব্রতে আমার অজাতক সন্তানের কোনও ক্ষতিই হবে না। বরং এসবই হবে তার পুষ্টির কারণ। তাই দুশ্চিন্তা ছাড় তো তুমি।

অদিতির কথায় চুপ করেন কশ্যপ। মনে অবশ্য একটু খুঁতখুঁতুনি থেকেই যায়। কিন্তু মা অদিতির এমন বিশ্বাস এবং দৃঢ়তা দেখে ভাবেন, তাকে আর এসব নিয়ে বিরক্ত না করাই ভালো। নিবৃত্ত হলেন কশ্যপ। তবুও উদ্বেগ যায় না। সেইভাবেই অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি পুত্রের জন্মের জন্য। অবশেষে আসে সেই শুভদিন। মাতৃগর্ভ থেকে অবতীর্ণ হন সূর্য। সুস্থ, সবল এবং অনুপম তার রূপ।

জন্মমাত্রই পূর্ণরূপ। অপেক্ষা না করে দেবতাদের নেতা হয়ে এগিয়ে আসেন অসুর দমনে। তাঁর নেতৃত্বে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন অসুরদের। আবার তাঁরা হন স্বর্গবাসী। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞ দেবতারা নানাভাবে অর্চনা করেন সূর্যকে। আর সেইসময় থেকেই নরলোকেও শুরু হয় সূর্য-উপাসনা। সেই উপাসনারই এক সার্থক রূপ মিত্রসপ্তমী।

আসলে শুক্লা সপ্তমী তিথিটি হলো সূর্যের দিন। নানা নামে সূর্য এক এক মাসে এক এক সপ্তমীতে করেন অবস্থান। গ্রহণ করেন সকলের পূজা। ভানু সপ্তমী, রথ সপ্তমী, মিত্র সপ্তমী ইত্যাদি হলো এক এক মাসে সূর্যের এক এক রূপে অর্চিত হওয়ার দিন। সূর্যকে বলা হয় বিষ্ণুরই এক অবতার। বিভিন্ন পুরাণেই সূর্যের আবির্ভাবের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। মৎস্য, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে আছে সূর্যের উদ্ভবের কাহিনি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনি, সৃষ্টির সেই প্রথম কালে চারদিক ছিল তমসাবৃত। আলোর চিহ্ন ছিল না কোথাও। এমনই এক মুহূর্তে উৎপন্ন হয় পরমকারণ, ক্ষয়রহিত এক সুবৃহৎ অণ্ড। সেই অণ্ডের মধ্যে তখন অবস্থান জগতের স্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মার। একসময় তিনি প্রকাশিত হলেন সেই অণ্ড ভেদ করে। আবির্ভূত ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত হলো মহানাদ 'ওঁ'। সেই ওঙ্কার থেকে পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয় 'ভূ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ'। এই তিন ব্যাহৃতিই হলো সূর্যের স্বরূপ। ওঁ থেকেই পরমসূক্ষ্ম রূপ সূর্য বা রবির আবির্ভাব। সূর্যের সেই সূক্ষ্মরূপ থেকেই ক্রমে স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে প্রকাশিত হলো 'মহঃ' 'জন', 'তপঃ' এবং 'সত্য' রূপে। ওঙ্কার থেকেই বিবস্বানের স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সপ্তরূপের উদ্ভব। এমন রূপ সত্ত্বেও ভগবান ভাস্কর কখনও প্রকাশিত, কখনও বা অপ্রকাশিত। অনন্ত তেজোময় আদিত্যের প্রভাবে চারিদিকের সব জল শুকিয়ে যেতে থাকলে বিব্রত হন ব্রহ্মা। জল ছাড়া তো সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই তিনি নানাভাবে স্তব করতে থাকেন সূর্যেরতাঁর ওই বিপুল তেজোরাশি সম্বরণের জন্য। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট ভাস্কর তাঁর পরম তেজ সম্ববরণ করে স্বল্প তেজোময় হলেন। আর সেই তেজকে অবলম্বন করেই ব্রহ্ম সমাধা করলেন তাঁর সৃষ্টি কর্ম। সেই সৃষ্টি পর্বেই ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপ বিয়ে করেন প্রজাপতি দক্ষের অদিতি প্রভৃতি তেরটি মেয়েকে। অদিতি সূর্যকে পুত্র রূপে পাওয়ার বর পেয়ে নানা কঠোর তপস্যা করতে থাকলে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কিছুটা রাগের সঙ্গেই বলেন, তুমি কি এইভাবে নিত্য উপোসী থেকে তোমোর গর্ভকে 'মারিত' অর্থাৎ নষ্ট করবে? উত্তরে অদিতি বলেন, এই গর্ভ 'মারি' নাই অর্থাৎ নষ্ট হবে না, বরং এই হবে বিপক্ষের বিনাশের কারণ।

এরপরই জন্ম হয় তেজোময় ভাস্করের। সে রূপ দেখে বিদ্বান কশ্যপ তার স্তব করতে থাকলে ভেসে আসে আকাশবাণী তুমি এই গর্ভকে 'মারিত' বলেছিলে, তাই তোমার এই পুত্রের নাম হলো 'মার্তণ্ড'।

এই মার্তণ্ডই স্বর্গজয়ী অসুরদের বিনাশের কারণ হন। তারপর মার্তণ্ডই আপন রশ্মিতে চারদিক আলোকিত করে কদমফুলের মতো দীপ্তশালী হয়ে সূর্যের কাজ করতে থাকেন।

পুরাণ ও শাস্ত্রমতে সূর্যের রয়েছে অসংখ্য নাম। এক এক নামে সূর্যের অবস্থান এক এক মাসে একথা বলা হয়েছে আগেই। মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যের অবস্থান মিত্র রূপে। মানববন্ধু তিনি করেন সকলের অশেষ কল্যাণ। আর তাই সূর্যের প্রিয় তিথি শুক্ল পক্ষের সপ্তমী অগ্রহায়ণ মাসে চিহ্নিত মিত্র-সপ্তমী নামে। সারা দেশের অসংখ্য মানুষ এই দিনে উপাসনা করেন সূর্যের। পালন করেন মিত্র-সপ্তমী ব্রত।

এই ব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবেই শুক্লা সপ্তমীর সকালে সূর্যোদয়ের আগে কোনও নদী বা জলাশয়ে স্নান করে ষোড়শোপচারে করা হয় সূর্যের পূজা। নিবেদন করা হয় নানারকম ফল-মিষ্টি এবং অন্যান্য দ্রব্য। ব্রতীরা এদিন উপবাস করেন। উপবাসকালে শুধুই ফল খান। পরদিন অথাৎ অষ্টমীতে মিষ্টি খেয়ে ভঙ্গ করা হয় ব্রত। এই ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীরা দীর্ঘায়ু হন এমনই বিশ্বাস। এই ব্রতের অন্যতম অঙ্গ সূর্যস্নান। বলা হয়, এই দিনে দীর্ঘক্ষণ সূর্যরশ্মি ও তাপ গায়ে লাগানো অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এতে শরীর ও মন হয় পরিশুদ্ধ। শাস্ত্রমতে, মিত্রসপ্তমী ব্রত করলে সম্পদ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। বঙ্গদেশে মিত্রসপ্তমী ব্রত পালনের চল তুলনায় একটু কম। কিন্তু সারা ভারতে এই ব্রত আজও পালন করা হয় সমান উৎসাহ এবং উদ্দীপনায়। আধুনিক বিজ্ঞানও সুস্বাস্থ্য এবং নানা রোগ থেকে মুক্তির নিদান হিসেবে রোদ গায়ে লাগানোর কথা বলছে। হিন্দুশাস্ত্র কিন্তু বহুশত বছর আগেই এমন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূর্যস্নানের বিধান দিয়েছে মানব কল্যাণে।

ভাষা নয়, ভাতৃত্ববোধই বাঙালিয়ানার সংজ্ঞা

দীপ্তস্য যশ

ছোটবেলা থেকে বাঙাল আর শহিদের মিল সংক্রান্ত জোকসটি শোনেনি এমন বাঙালি বোধহয় খুব কমই আছে। কিন্তু খুব কম জনাই বোধহয় এই জোকসের হাসির অন্তরে যে বুকফাটা হাহাকার আছে তা উপলব্ধি করেন বলার সময়।

এই হাহাকার তার উৎপত্তিস্থল বুঝতে গেলে বোধহয় একটু পিছিয়ে যেতে হবে। একটু খুঁড়ে দেখতে শিকড়। যেতে হবে একটু গোড়ায়। তবেই হয়ত উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বাঙালির বুকফাটা হাহাকারের উৎস।

যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশ আর পশ্চিমবাংলার মধ্যে মিল কোথায়, সমস্বরে সবাই উত্তর দেবেন আমাদের ভাষা এক, বাংলাভাষা। আমরা সবাই বাংলাভাষী।

এবার যদি প্রশ্ন করি, বলুন তো, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুর মধ্যে অমিল কোথায়?

একটু থমকে গেলেন তো। ভাবছেন এ আবার কিরকম প্রশ্ন? সংখ্যালঘু এটাই তো একটা মিল। এটা আবার প্রশ্ন করে জানার কি আছে।

বেশ কয়েকটা শুষ্ক তথ্য, পরিসংখ্যান তুলে ধরি আপনার সামনে।

১৯৫১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ছিল হিন্দু জনসংখ্যা। ২০২২ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭.৯ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গীয় কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন তারা বলেন বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে যা অত্যাচার করেছে তা করেছে উর্দুভাষী পাকিস্তানিরা। বাকী বৌদ্ধ, খৃষ্টান জনসংখ্যার কথা না তোলাই ভালো। কমতে কমতে তা আজ সে দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখুন, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ষোল শতাংশ, বর্তমানেও ৩০ শতাংশের কিছু বেশী। একইভাবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ১৯৫১ সালে ৯.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে আজ প্রায় পনেরো শতাংশ। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার বজায় আছে।

কি এবার অমিল খুঁজে পাওয়া গেল কিছু। নাকি এখনও আপনার কানের কাছে বাজছে একদল সুবিধাবাদীর ডায়লগ, ''সংখ্যালঘুরা দুই দেশেই অত্যাচারিত''? এরাই এককালে আমাদের বোঝাতেন বাংলাদেশের থুড়ি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তা সবই উর্দুভাষী পাকিস্তানিদের হাতে। ১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের অপার সম্প্রীতি বিরাজ করছে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব একটু ঘাঁটলে দেখা যায় ১৯৭৪ সাল থেকে এযাবৎ বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে, ১৩.৫ শতাংশ থেকে কমে তা এখন ৭.৯ শতাংশ। এই অপার শান্তির কাহিনীটি প্রথম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় তসলিমা নাসরিনের লেখায়। দেখা যায় যে শুধুই উর্দু ভাষী পাকিস্তানিরা নয়, ''বাংলাভাষী'' বাংলাদেশিরাও হিন্দুদের উপরে অত্যাচারে একই রকম সিদ্ধহস্ত।

সত্যি প্রকাশের দাম তসলিমাকে যথেষ্ট চোকাতে হয়েছে। দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, এমনকি ভাষার টানে পশ্চিমবাংলায় থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তথাকথিত ''বাঙালির অভিভাবকরা'' নিজেদের বিষাক্ত দাঁত, নখ বার করে তার উপরে আক্রমন করে বাধ্য করেছেন বাংলার মাটি ছাড়তে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো ''সংস্কৃতিবান'', ''রুচিশীল'' মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় জেহাদী হাঙ্গামা হয়েছে কোলকাতায়। তাদের কারুর শাস্তি হয়নি। সরকার পাল্টেছে, কিন্তু নীতি একই থেকেছে। সেদিনের সেই হাঙ্গামাকারীদের নেতা আজকের সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন। বর্তমানের সরকার খুব ''যত্নসহকারে'' নিশ্চিত করেছে যাতে তসলিমা কোনভাবেই বাংলার মাটিতে পা না রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক একজন তসলিমাকে নিয়ে এতো হাঙ্গামা কেন?

কিছুদিন আগে বর্তমান সময়ের এক বিখ্যাত সাহিত্যকের একটি উপন্যাস পড়ছিলাম। বিষয় উদ্বাস্তু দুই মানুষের শেষ বয়সের কাহিনী এবং তাদের বর্তমান প্রজন্মের কথা। পড়তে পড়তে হটাত এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের বর্ণনার সময়ে লেখা হয়েছে, ''পাঞ্জাব থেকে আসা হানাদারেরা দাপাতে লাগল পদ্মা নদীর পাড়ে''। খুবই বিনীত প্রশ্ন করা যায় এক্ষেত্রে, গোলাম সারওয়ার কি পাঞ্জাব থেকে এসেছিল? নোয়াখালীর দাঙ্গা কি উর্দুভাষী পাকিস্তানিরা করেছিল?

এই যে ভন্ডামি, এটাই এখন সেকুলারিজিমের আধুনিক বাংলা মানে। এখানে সেকুলারিজিম মানে ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়, সেকুলারিজিম মানে হোল ধর্ম বেছে বেছে মতামত দেওয়া। এরাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের নিন্দা না করলেও যখন প্রসঙ্গ একেবারেই এড়াতে পারেনা, তখন বলে, ''দুই দেশেই সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত''।

এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তথ্য অনেক সহজলঘ্য, ঘটনার বিবরণ অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। তাই আমরা দেখতে পাই কিভাবে বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবে বাংলাদেশের হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। কিভাবে প্রতিনিয়ত মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিভাবে প্রতিদিন তারা দেশের মধ্যে থেকেও দেশ হারা হচ্ছেন।

অপরিকে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতবর্ষের অবস্থা। মনে করুন সিএএ বিরোধী আন্দোলনের কথা, মনে করুন নূপুর শর্মা বিরোধী আন্দোলনের কথা। মনে করুন নিকিতা তোমরের কথা, মনে করুন শ্রদ্ধার কথা। মনে করুন বসিরহাট, দেগঙ্গা, ধূলাগড়, কালিয়াচকের কথা।

আসলে কি জানেন পশ্চিমবঙ্গে কোন সংখ্যালঘু নেই। এখানে আছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে আমাদের সহনাগরিকরা। অপরদিকে বাংলাদেশের চিত্র প্রতিদিন যা আমরা দেখছি তাতে যদি বলি সেদেশের সংখ্যালঘুরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, তাহলে মনে হয়না অত্যুক্তি করা হবে। তবে হ্যা আমাদের দেশে বা বিশেষত আমাদের রাজ্যে সংখ্যালঘু না থাকলেও কিছু সংখ্যাঘুঘু অবশ্যই আছেন। সেই সংখ্যাঘুঘুরা কারুর কারুর জন্য ''দুধেল গোরু'', তাই তাদের হুকুম তারা যেহেতু দুধেল গাইয়ের দুধ পাচ্ছেন, আমাদের অর্থাৎ সাধারন হিন্দুদের তাই লাথ খেতে হবে। তেহট্টে সরস্বতী পুজো বন্ধ, দুর্গা পুজোর বিসর্জনের নির্ঘন্ট পালনে বাধা সেরকমই এক একটা লাথ। এদের দাবী আমাদের সেই লাথ খেতে হবে। আর লাথ খেতে না চাইলেই আমরা সাম্প্রদায়িক। এই ''সেকুলার সমাজসেবকরা'' আমাদের বোঝাতে চান, এসবের পরেও আমাদের ভাষার টানে সব ভুলে যেতে হবে। বুকে জড়িয়ে নিতে হবে সবাইকে। ভাষার টান? কিরকম ভাষা? একটু উদাহরন দিই। ''ফজরে উঠিয়া আমি দিলেদিলে কই, হররোজ আমি যেন শরিফ হইয়া রই। মুরুব্বিগন যাহা দেন ফরমান, খিদমত করি তার করি সম্মান।'' বলুন তো এর মধ্যে বাংলা কোথায়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এগুলোকেও নাকি আমাদের বাংলা বলে মেনে নিতে হবে, কারন তাতে নাকি ভাষার সমৃদ্ধি ঘটবে। বেশ কথা, তাহলে পিতাজী, মাতাজি, ভাইয়াজি, বহেনজি, এগুলোকেও বাংলা বলে মেনে নেওয়া হোক। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুরাবস্থার কারনে, আজকে বহু বাঙালি কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে যায়। সেখানে এই শব্দগুলি তারা বহুল ব্যবহার করেন। তাই আব্বা, আম্মা যেমন বহু ''বাঙালি'' বলেন, এই শব্দগুলোও বহু বাঙালি প্রতিনিয়ত বলতে বাধ্য হন। সেক্ষেত্রে এগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হোক আগ্রাসনের থিয়োরী না দিয়ে।

আসলে এটাই আগ্রাসন। প্রথম আগ্রাসন হোল হিন্দুদের সে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। হিন্দু জনসংখ্যা কমতে কমতে নগণ্য হয়ে যাওয়া। এই আগ্রাসনের পরের ধাপ হোল, অনুপ্রবেশ। সেই অনুপ্রবেশকেই স্বাভাবিকতা দেওয়ার জন্য এই ভাষার আগ্রাসন। যাতে সাধারন মানুষের অস্বাভাবিক না লাগে। সেই কারনেই মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন ''ওপার থেকে যারা এসেছে তারা সযত্নে এই শব্দগুলিকে রক্ষা করছে, তাই মান্যতা দিতে হবে''। ওপার থেকে কারা এসেছে? বাঙালি হিন্দুরা। কোন বাঙালি হিন্দুকে আপনি কোনদিন শুনেছেন নিজের মাকে আম্মা বলে ডাকতে বা বাবাকে আব্বা বলতে? জল তেষ্টা পেলে বলতে শুনেছেন, পানি দাও। তাহলে? মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এই চল আছে নাকি? না যে বুদ্ধিজীবীরা মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করছেন তাদের বাড়িতে চল আছে? তাহলে কাদের আসার কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী? অনুপ্রবেশকারীদের? আসলে কি এভাবেই ভাষার আড়ালেই অত্যাচারিত আর আর অত্যাচারীর মধ্যের ফারাক গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি?

ভাষা একটি মিল বটে। কিন্তু ঘৃণা ভরে বলি উর্দু অনুসরণকারী, নিজেকে খাঁটি প্রমান করতে চাওয়ার তাগিদে বলা এই খিচুড়ি আমার ভাষা নয়। এ আমার বাংলা নয়। আমার বাংলা হোল যা বীরভূমের রাঙা মাটিতে বলা হয়, আমার বাংলা যা পুরুলিয়ার পাথুরে জঙ্গলে বলা হয়, আমার বাংলা যা আজ থেকে মাত্র ৭৫ বছর আগে চট্টগ্রামের বলা হোত, নোয়াখালী বা বড়িশালে বলা হতো।

কথার মধ্যে শু

ভারতীয় রেলওয়ের অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের দ্বারা নির্বাচিত স্টেশনগুলিতে বিশ্বমানের সুবিধা প্রদান করা হবে

মালিগাঁও, ০৯ আগস্ট, ২০২৪: রেলওয়ে, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সংসদে উত্থাপন একটি বিষয়ে উত্তর দিয়ে বলেন যে রেল মন্ত্রক সম্প্রতি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে স্টেশনগুলির উন্নয়নের কথা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই স্কিমের অধীনে স্টেশনগুলিতে প্রবেশ-প্রস্থান, সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিং হল, টয়লেট, প্রয়োজন অনুযায়ী লিফ/এসকেলেটর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই-এর উন্নয়ন, 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট'-এর মতো স্কিমের মাধ্যমে স্থানীয় সামগ্রীর জন্য কিওস্ক, উন্নত প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম, এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক বৈঠকের জন্য মনোনীত স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদির মতো সুযোগ-সুবিধাগুলির উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং সেগুলি বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদীভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী, পর্যায়ক্রমিকভাবে এবং সুবিধা অনুযায়ী ভবনের উন্নয়ন, স্টেশনকে শহরের উভয় পাশের সাথে একত্রিত করা, মাল্টিমোডাল ইন্টিগ্রেশন, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধা, টেকসই এবং পরিবেশ অনুকূল সমাধান, ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক ইত্যাদি এবং স্টেশনে সিটি সেন্টার তৈরি করার কথাও এই স্কিমের অধীনে পরিকল্পনা করা হয়েছে। জোনাল রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই স্কিমের অধীনে প্রধান প্রধান নগর ও শহরের মধ্যে অবস্থিত মোট ১৩২৪টি স্টেশনকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৯১টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ করা হবে। ভারত সরকারের "সুগম্য ভারত মিশন" অথবা 'অ্যাকসেসেবল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন'-এর অংশ হিসেবে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম (দিব্যাঙ্গজন) ব্যক্তিদের জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে সুগম করে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুগম্যতার নির্দেশাবলি ভারতের সরকারি গ্যাজেটে অধিসূচিত করা হয়েছে। এই নির্দেশাবলির মধ্যে দিব্যাঙ্গজনদের সাথে সংযুক্ত সুবিধাগুলির ব্যবস্থা যেমন প্রবেশদ্বার রেম্প, প্রবেশযোগ্য পার্কিং, কম উচ্চতার টিকিট কাউন্টার/হেল্প বুথ, শৌচালয়, পানীয় জলের বুথ, রেম্প/লিফ সহ সাব-ওয়ে/ফুট ওভার ব্রিজ, ব্রেইলি সাইনেজ সহ স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির জন্য স্পর্শ পথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই স্টেশনগুলির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে। আপগ্রেডেড স্টেশনগুলি উন্নয়ন যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রসারিত করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

পিএম-দক্ষ যোজনা: ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ১,৬৯,৩০০ জনকে দক্ষ করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা

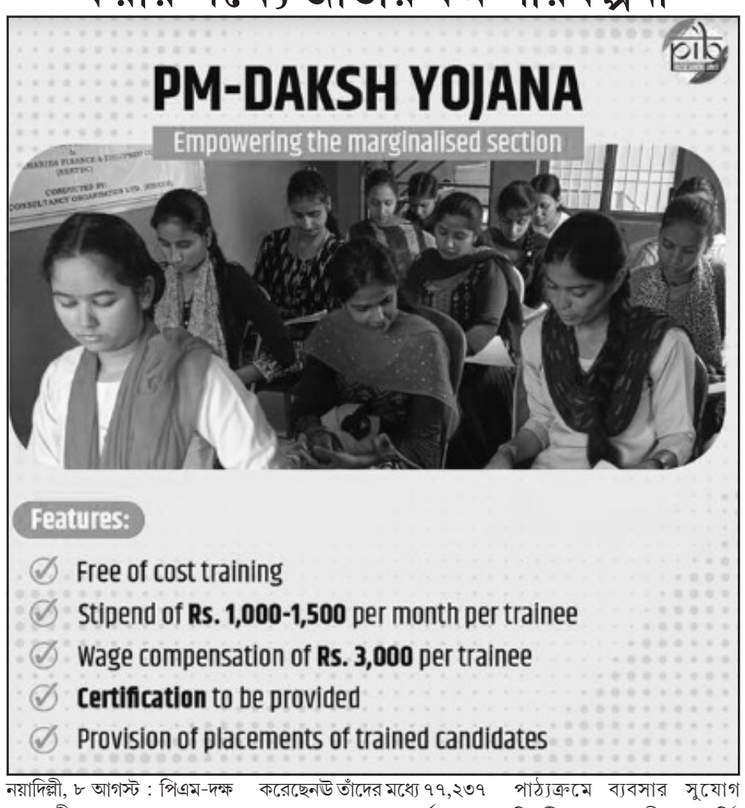

নয়াদিল্লী, ৮ আগস্ট : পিএম-দক্ষ প্রধানমন্ত্রী দক্ষ ও কুশলতা সম্পন্ন হিতগ্রাহী) যোজনা হল একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি তফসিলি জাতি (এসসি), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি), অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী (ইবিসি), ডিনোটিফাইড বা বিমুক্ত জাতি, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর জনজাতির (ডিএনটি) পাশাপাশি বর্জ্য সংগ্রহকারী সহ সাফাই কর্মীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পটি ২০২০-২১ সালে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক চালু করেছিল, যা বাস্তবায়নের পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছেউ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, নিজের ক্ষেত্রে এবং মজুরি কর্মসংস্থানের সুযোগ উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কর্মসংস্থানের উন্নতি করতে এই গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে সহায়তা করাউ

উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবকদের দক্ষতার স্তরকে উন্নত করা। এছাড়াও, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল 'পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি' বা রিকগনিশন অফ প্রিয়ার লার্নিং (ট্রঞ্চজ্র) প্রোগ্রামের মাধ্যমে কারিগরদের দক্ষতা বাড়ানো। এই কর্মসূচিগুলি যুবকদের শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতা গ্রহণ করতে সক্ষম করার জন্য দক্ষতা শংসাপত্রের উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করে।

এটি অর্জনের জন্য, প্রকল্পটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দক্ষতার স্তর উন্নত করার জন্য তৈরি করা একটি বহুমুখী কৌশল নিযুক্ত করে, যা তাঁদেরকে আরও কর্মসংস্থানযোগ্য বা নিয়োগযোগ্য করে তোলে। এই পদ্ধতিটি টার্গেট গ্রুপ বা সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নিম্নলিখিত বিভাগগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সহযোগিতা করে:

* কারিগর: তাদের দক্ষতা এবং পদ্ধতিগুলিকে উন্নত করার মাধ্যমে তাদের বর্তমান পেশা বা বৃত্তির মধ্যে তাদের রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ানো।
* নারী: স্ব-কর্মসংস্থানে প্রবেশের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের ঘরোয়া দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে আর্থিকভাবে তাদের ক্ষমতায়ন করা।
* টার্গেট গ্রুপ বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর যুবকরা: কর্মসংস্থানযোগ্য পেশাগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং বিশেষীকরণ প্রদান করে চাকরির বাজারে তাদের প্রতিযোগিতা এবং সম্ভাবনাকে উন্নত করা।

এই প্রকল্পের অধীনে যে কোনো ওবিসি এবং ইবিএস প্রার্থী যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় যথাক্রমে ৩ লক্ষ এবং ১ লক্ষ টাকার কম, তারা প্রশিক্ষণ পাওয়ার যোগ্যউ তবে বর্জ্য সংগ্রহকারী সহ এসসি/ডিএনটি/সাফাই মিত্রদের অন্তর্গত প্রার্থীদের জন্য কোনও আয়ের উর্ধসীমা নেই। প্রকল্পের বয়সের মাপকাঠি হচ্ছে ১৮-৪৫ বছরের মধ্যেউ

সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন

২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে মোট ১,০৭,১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেনউ তাঁদের মধ্যে ৭৭,২৩৭ জন লাভজনক কর্মসংস্থান পেয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ব্যয় হয়েছে ১২৭.৯৫ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য এই প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল প্রায় ৫৩,৯০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই উদ্যোগের মাধ্যমে যথাক্রমে প্রায় ৫৬,৪৫০ এবং ৫৮,৯৫০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর জন্য প্রকল্পিত ব্যয় ২৮৬.৪২ কোটি টাকা।

পিএম-দক্ষ এর অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

* দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুনরায় দক্ষতা অর্জন:

গ্রামীণ কারিগর, গৃহকর্মী, সাফাই কর্মী এবং অন্যান্যদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন পেশা যেমন মাটির জিনিস তৈরি, বয়নশিল্প, ছুতোরের কাজ, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং গৃহকর্মের পাশাপাশি আর্থিক এবং ডিজিটাল সাক্ষরতাও রয়েছে।

সময়কাল: প্রশিক্ষণ সূচির সময়সীমা এক মাসের মধ্যে ৩২ থেকে ৮০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত।

খরচ: প্রশিক্ষণের খরচের ক্ষেত্রে সাধারণ খরচের নিয়ম মেনে চলা হবে, যেখানে মজুরির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের অতিরিক্ত ২,৫০০ টাকা দেওয়া হবে।

* স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ (মজুরি/স্ব-কর্মসংস্থানে গুরুত্বারোপ)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের (ধ্ছঙ্গক্ক) জারি করা ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (ঞ্ছস্কচ) এবং ন্যাশনাল অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস (ঞ্জঞ্জছ) এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণউ

এটি মজুরি এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ উভয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করে, যে বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষ দর্জি, আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ভূমিকা এবং সেইসাথে আর্থিক এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা।

সময়কাল: সাধারণত প্রশিক্ষণ ২০০ থেকে ৬০০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ন্যাশনাল অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড (ঞ্জঞ্জছ) এবং যোগ্যতা প্যাক (স্ক্টঞ্জ্ঞ) দ্বারা ৬ মাস পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

খরচ: প্রশিক্ষণের খরচ সাধারণ খরচের নিয়মগুলি মেনে চলবে, অনাবাসিক প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়া হবে স্টাইপেন্ডউ

* উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি এসসি এবং ওবিসি যুবকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার (ঞ্চধ্ঞ্জ্ঞ) অধীনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং একজন উদ্যোক্তার মানসিকতা রয়েছে।

পাঠ্যক্রম: প্রশিক্ষণটি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের (ধ্ব্রট্রঙ্গ) রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং ট্রছক্টজ্জ্ঞ, ঞ্জজ্জক্কহ্ক্ষড্ডঙ্গ, জ্জজ্জক্ক এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে দেওয়া হবে।

পাঠ্যক্রমে ব্যবসার সুযোগ নির্দেশিকা, বাজার সমীক্ষা, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং এর ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং আরও অনেক কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সময়কাল: সাধারণত প্রশিক্ষণ ৮০-৯০ ঘণ্টা (১০-১৫দিন) বা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সুনির্দিষ্ট সময়ে করা হবে।

খরচ: প্রশিক্ষণের খরচ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সাধারণ খরচের নিয়ম (ঙ্খঙ্খঞ্জ) মেনে হবে।

* দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ (মজুরি/স্ব-কর্মসংস্থানে গুরুত্বারোপ)

দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো চাকরির বাজারে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রের জন্য প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের মজুরি-নিয়োগের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মান: এই কর্মসূচিগুলো ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনএসকিউএফ), ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং (এনসিভিটি), অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই), ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক (এমএসএমই) এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার নির্দেশিকা মেনে চলবেউ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রযুক্তি, প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ, পোশাক প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং আরও অনেক কিছু।

সময়কাল: প্রশিক্ষণটি ৫ মাস বা তার বেশি স্থায়ী হবে, সাধারণত ১ বছর পর্যন্ত (১০০০ ঘণ্টা পর্যন্ত), যেমনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

খরচ: প্রশিক্ষণের খরচ সাধারণ খরচের নিয়ম বা কমন কস্ট নর্মস (ঙ্খঙ্খঞ্জ) দ্বারা বা সংশ্লিষ্ট বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত হবে। অনাবাসিক প্রোগ্রামের জন্য স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

* আগামীর পথ

ভারত সরকার আরও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে এর আওতায় আনার জন্য, সম্প্রসারণের দিকে এগিয়ে চলেছে, যার ফলে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে লভ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২৪ সালের বাজেটে, কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং মধ্যবিত্তের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজে পাঁচটি পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে ৪.১ কোটি যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২ লাখ কোটি টাকা। শুধুমাত্র এই বছরই যুবকদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের জন্য ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মেগা কর্মসূচিগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে সর্বাধিক প্রভাব এবং অন্তর্ভুক্তি পৌঁছে দেবে।

মহিলা শিক্ষার্থী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন বিজেপি-র

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): "সন্দেশখালি থেকে চোপড়া পর্যন্ত কোনও মহিলাই পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদ নয়।" আরজি করে স্নাতকোত্তর মহিলা শিক্ষার্থী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে এই মন্তব্য করল বিজেপি।

দলের নেতা অমিত মালব্য শুক্রবার এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "কলকাতার একটি শীর্ষস্থানীয় সরকারি হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। ডিউটি রুম থেকে তার নগ্ন দেহ পাওয়া যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা করছে। কলকাতা পুলিশকে ধামাচাপা দিতে বলা হয়েছে, এটাকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখাতে বলা হয়েছে। মিডিয়াকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।"

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হিংসাত্মক ঘটনায় উদ্বিগ্ন আরএসএস, হিংসা বন্ধ করতে আর্জি

নাগপুর, ৯ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশে বিগত বেশ কিছু ধরে আন্দোলন চলাকালীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। সংখ্যালঘুদের নিশানা করে হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মহিলাদের প্রতি জঘন্য অপরাধ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির, উপাসনালয়গুলিতে হামলার মতো বর্বরতা অসহনীয় বলেও বর্ণনা করেছেন সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তাঁর আর্জি, অবিলম্বে ও কঠোরভাবে এই ধরনের হামলার ঘটনা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি আক্রান্তদের জীবন, সম্পত্তি এবং মর্যাদা এই অন্তর্বর্তী সরকার রক্ষা করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে উল্লেখ করেছেন, এই কঠিন সময়ে বিশ্ব সম্প্রদায় এবং ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-র পক্ষ থেকে ভারত সরকারকেও বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নির্মীয়মাণ পার্কিংয়ের গর্তে পড়ে মৃত্যু নাবালকের

আলমোড়া, ৯ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের হাওয়ালবাগ ব্লকের তালাদবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা নয় বছরের এক ছেলে কালেক্টরেটের কাছে নির্মীয়মাণ পার্কিংয়ের জন্য তৈরি করা গর্তের জলে ডুবে মারা গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল শিশুটি, শুক্রবার সকালে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তালাদবাড়ির

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আধিকারিকদের জন্য "উন্নতি, ২০২৪" প্রকল্পের উপর কর্মশালা

নয়াদিল্লি, ০৯ আগষ্ট ।। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির আধিকারিকদের জন্য একটি বিস্তৃত কর্মশালার আয়োজন করেছে শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন মন্ত্রক (ডিপিআইআইটি)। উত্তর পূর্ব ট্র্যান্সফর্মেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্কীম ২০২৪ (উন্নতি) শীর্ষক এই কর্মশালাটি আয়োজিত হয়েছে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক (এমএসএমই), ইনভেস্ট ইন্ডিয়া, পিআইইউ এবং পিএমইউ সহ ডিপিআইআইটি"র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ভর্তুকি প্রকল্প (এনইআরএস) বিভাগের সহযোগিতায়। নয়াদিল্লির ভানজিয়া ভবনে আয়োজিত এই কর্মশালায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন।

কর্মশালায় পৌরহিত্ব করেছেন মন্ত্রকের সচিব রাজেশ কুমার সিং। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজেশ কুমার সিং তাঁর ভাষণে "উন্নতি, ২০২৪" প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য একটি কৌশলগত কাঠামো এবং বিস্তারিত দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন। এছাড়া, মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী বালামুরুগান এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রোডম্যাপ তুলে ধরেছেন, যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য স্বচ্ছতা এবং দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করা যায়। কর্মশালা চলাকালে, প্রতিটি রাজ্য তাদের অঞ্চলে উপলব্ধ শিল্পায়নের উৎসাহ এবং সুযোগের বিষয়গুলি তুলে ধরে উত্তর-পূর্ব জুড়ে শিল্পের বিকাশের বিশাল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ৮০ জনেরও বেশি আধিকারিক "উন্নতি" প্রকল্পের কার্যকারিতা বাড়াতে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

এই কর্মশালায় উপস্থিত আধিকারিকদের মধ্যেকার আলোচনায় অনেকেই উৎসাহিত হয়েছেন এবং এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপান্তরমুখী উন্নয়নের একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কর্মশালার পরিচালকড় কাজল কর্মশালার সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সকল অংশগ্রহণকারী এবং অংশীদারদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সামনের দিনে, উন্নতি, ২০২৪ প্রকল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং এই অঞ্চলের অব্যাহত অগ্রগতি এবং বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ প্রত্যাশা করেছেন।

ফের সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ-হাওড়া লাইনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): ফের সপ্তাহান্তে রেল যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত দুর্ভোগ। শিয়ালদহ-হাওড়া লাইনের ব্যস্ত দুই ডিভিশনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল থাকবে। যার মধ্যে শনি ও রবিবার শিয়ালদহ ডিভিশনে চলবে না ২৩টি লোকাল।

অন্যদিকে শুক্রবার রাত থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ২৪দিন বাতিল থাকবে এক জোড়া লোকাল ট্রেন। যার জেরে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে পরিষেবা ব্যাহত হবে। সব মিলিয়ে নিত্যযাত্রীদের বিকল্প যানের মাধ্যমে এই দিনগুলি পৌঁছতে হবে গন্তব্যে।

রেল জানিয়েছে, শিয়ালদহ ডিভিশনের অধীনে দমদম জংশন স্টেশনে জরুরি মেরামতির কাজ হবে। শুক্রবার রাত ১২টা থেকে শনিবার ভোর ছ'টা পর্যন্ত এই কাজ চলবে। বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রেখে এই ছ'ঘণ্টা কাজ হবে।

শনিবার আপ ও ডাউনে বাতিল শিয়ালদহ-ডানকুনি ট্রেনের নম্বর হল, ৩২২৪৯, ৩২২৫২। বাকি ২১টি লোকাল বাতিল থাকবে রবিবার। এছাড়া এই দু'দিনে প্রায় এক ডজন ট্রেনের যাত্রাপথ বদল হবে। বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচিরও পরিবর্তন হবে। অন্যদিকে কর্ড লাইনে হাওড়া থেকে ৩৬৮১১ এবং বর্ধমান থেকে ৩৬৮১২ লোকাল দু'টি বাতিল থাকবে।

মহিলা শিক্ষার্থী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন বিজেপি-র

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): "সন্দেশখালি থেকে চোপড়া পর্যন্ত কোনও মহিলাই পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদ নয়।" আরজি করে স্নাতকোত্তর মহিলা শিক্ষার্থী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে এই মন্তব্য করল বিজেপি।

দলের নেতা অমিত মালব্য শুক্রবার এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "কলকাতার একটি শীর্ষস্থানীয় সরকারি হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে।

ডিউটি রুম থেকে তার নগ্ন দেহ পাওয়া যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা করছে। কলকাতা পুলিশকে ধামাচাপা দিতে বলা হয়েছে, এটাকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখাতে বলা হয়েছে। মিডিয়াকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।"

"এই দিন কি আমরা চেয়েছিলাম", প্রশ্ন তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার তিনি লিখেছেন, "শেখ হাসিনার জমানা খারাপ ছিল। দুর্নীতি ছিল। বাক স্বাধীনতা ছিল না। গণতন্ত্র ছিল না। সরকার পতনের পর আমাদের আশা ছিল, নতুন দিনের সূচনা হবে। কিন্তু এই দিন কি আমরা চেয়েছিলাম? কেউ চেয়েছিল?

এখন তো ""টেরর"" চলছে। এ তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নেই। দেশ জুড়ে অশিক্ষিত জেন জি জিহাদিরা তাদের টেরর চালাচ্ছে। শুধু দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য গুঁড়িয়ে দিচ্ছে না, পুড়িয়ে দিচ্ছে না, মানুষকে নির্বিচারে নির্যাতন করছে। আওয়ামী লীগ বা সরকারের সঙ্গে যারাই জড়িত ছিল, তারা নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে। ব্যারিস্টার তারিন আফরোজের বাড়িতে ঢুকে সন্ত্রাসীরা তাঁকে নির্যাতন করে এসেছে। চারদিকে দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য সব লুট হয়ে যাচ্ছে। কারও কোনও প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। পাল পাল অশিক্ষিত বর্বর সন্ত্রাসি দেশটাকে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। সাধারণ মানুষ ভয়ে তটস্থ। ওদিকে ঘটা করে মসনদে বসার পাঁয়তারা করছেন কিছু ভদ্রলোক।

তাঁরা হয়তো খবরও রাখেন না দেশে টেরর চলছে। হয়তো এতে তাঁদের কিছু যায় আসে না, কারণ তাঁরা তো আর্মি বেষ্টিত আছেন, নিরাপদে আছেন।

হয়তো কোনও দিন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ফিরবে। কিন্তু উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল এই 'জেন জি' জিহাদিদের হাত থেকে দেশ কী করে বাঁচবে? এরাই তো আসল সরকার এখন। যে ভদ্রলোকেরা নতুন সরকার গঠন করেছেন, তাঁরাই বা এদের হাত থেকে কী করে বাঁচবেন?

গণআন্দোলন তো আরও দেখেছি। গণঅভ্যুত্থান আরও দেখেছি। সরকার তো আরও পড়েছে, এমন দেশ জুড়ে ভয়াবহ সন্ত্রাস তো শুরু হয়নি।

এ তালেবানি রাজত্বের চেয়েও ভয়াবহ। যেভাবে তালেবানদের ভয়ে মানুষ উড়োজাহাজের পাখায় চড়ে, চাকায় চড়ে হলেও দেশ ছাড়তে চেয়েছিল, পারলে তেমন ভাবেই এই পোড়া দেশ মানুষ ছাড়ে। সেই মানুষরাই এই এপোক্যালিপ্টিক অন্ধকার থেকে পালাবে, যারা কিছুদিন আগে শেখ হাসিনার পতন চেয়েছিল, নতুন বেটার সরকারের আশায়, মানবাধিকারের আশায়, বাক স্বাধীনতার আশায়।"

খুশির হাওয়া এপার বাংলায় মুহাম্মদ ইউনুসের শ্বশুরবাড়িতে

পূর্ব বর্ধমান, ৯ আগস্ট (হি.স.): ওপার বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে এখনও উদ্বেগ কাটছে না দিল্লির। কিন্তু খুশির হাওয়া এপার বাংলার বর্ধমানে। কারণ, এখানকার রানিগঞ্জ বাজারের কাছে লস্করদিঘি পশ্চিমপাড়ায় মুহাম্মদ ইউনুসের শ্বশুরবাড়ি। বর্তমানে এখানেই সপরিবারে থাকেন তাঁর ছোট শ্যালক আশফাক হোসেন।

মুহাম্মদ ইউনুসের স্ত্রী আফরোজি ইউনুস। তাঁরা ৬ ভাই-বোন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন আফরোজি। তারপর বর্ধমান রাজ কলেজ। তারপর পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করেন। বাংলাদেশে গিয়ে ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ঢাকায় থাকাকালীন বিয়ে হয় ডঃ ইউনুসের সঙ্গে।

আসফাক জানালেন, বড় সাধারণ জীবনযাপন করেন ইউনুস। তবে শীতে জামাইবাবুর বাড়ি গেলে অবশ্যই বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানাও যাবে। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর তীব্র হয়েছে হিংসা। সংখ্যালঘুদের উপর পাশবিক নির্বা

কাজের সন্ধান

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরির লক্ষ্যে ২,৪২৪ এপ্রেন্টিস, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা মধ্য রেলের জন্য ২,৪২৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা মধ্য রেলের মুম্বাই, ভুশোয়াল, পুনে, নাগপুর, সোলাপুর-এর যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৫-০৭-২০২৪-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ সিআর/ এএ/ ২০২৪, তারিখ ১৫ জুলাই, ২০২৪। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — মুম্বাই ক্লাস্টারে ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়াড়ি বান্দেরে মোট আসন ২৫৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩১টি, ওবিসি'র জন্য ৬৯টি, এসসি'র জন্য ৩৯টি, এসটি'র জন্য ১৯টি আসন সংরক্ষিত। ৯টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কল্যাণ ডিজেল শেডে মোট আসন ৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৩টি, এসসি'র জন্য ৮টি, এসটি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ১টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কুরলা ডিজেল শেডে মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। ২টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কল্যাণ ট্রেণিং স্লটে মোট আসন ১২৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬০টি, ওবিসি'র জন্য ৩৩টি, এসসি'র জন্য ২০টি, এসটি'র জন্য ১১টি আসন সংরক্ষিত। ৪টি আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কুরলা ট্রেণিং স্লটে মোট আসন ১৯২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৭টি, ওবিসি'র জন্য ৫২টি, এসসি'র জন্য ২৯টি, এসটি'র জন্য ১৪টি আসন সংরক্ষিত। ৮টি আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। পারেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬৩টি, ওবিসি'র জন্য ৭২টি, এসসি'র জন্য ৪৫টি, এসটি'র জন্য ২৩টি আসন সংরক্ষিত। ৮টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ১০টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। মাতুঙ্গা ওয়ার্কশপে মোট আসন ৫৪৭টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৪৯টি, এসসি'র জন্য ৮২টি, এসটি'র জন্য ৪২টি আসন সংরক্ষিত। ২০টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ১৭টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। বাইকুল্লা ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৭টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ১টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। অন্যান্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৫ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার অনলাইনে পরীক্ষা, ৮৯৬ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। আইবিপিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে প্রত্যেকটি শহরে। বিস্তারিত কথা হলো — ব্যাঙ্কে চাকরী পেতে হলে সাধারণত দুটো পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথমটি ১০০নম্বরের প্রিলিমিনারি, দ্বিতীয়টি ২০০নম্বরের মেন পরীক্ষা। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী পদ্ধতি। প্রথমটি ১২৫ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং দ্বিতীয়টি ৬০ নম্বরের মেন পরীক্ষা। এককথায়, শুরু হচ্ছে আইবিপিএসের স্পেশালিস্ট অফিসার পদের জন্য অনলাইনে পরীক্ষার দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। আইবিপিএস-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশের ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে পাঁচটি ব্যাঙ্কে ৮৯৬ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইন্সটিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৮৯৬-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৩২টি, এসটি'র জন্য ৬৩টি, ওবিসি'র জন্য ২৩৭টি ও ইডব্লিওএস'র জন্য ৮৬টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৭৮টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারে। শারীরিকপ্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে ৩৪টি সংরক্ষিত পদ। অবশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলোতে শূন্যপদ নিরূপনে কাজ চলছে। ভবিষ্যতে শূন্যপদের মোট সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন এইরকম — ক্রমিকনং (১) ঃ এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ৩৪৬টি, এর মধ্যে এসসি - ৫২টি, এসটি - ২৬টি, ওবিসি - ৯২টি, ইডব্লিওএস - ৩৪টি, অসংরক্ষিত - ১৪২টি। এর মধ্যে শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১৪টি সংরক্ষিত পদ। ক্রমিকনং (২) ঃ হিউম্যান রিসোর্স/ পার্সোনেল অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে এসসি - ৩টি, এসটি - ১টি, ওবিসি - ৬টি, ইডব্লিওএস - ২টি, অসংরক্ষিত - ১৩টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ আইটি অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ১৭০টি, এর মধ্যে এসসি - ২৫টি, এসটি - ১২টি, ওবিসি - ৪৫টি, ইডব্লিওএস - ১৬টি, অসংরক্ষিত - ৭২টি। শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৪) ঃ ল অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ১২৫টি, এর মধ্যে এসসি - ১৮টি, এসটি - ৮টি, ওবিসি - ৩৩টি, ইডব্লিওএস - ১১টি, অসংরক্ষিত - ৫৫টি। শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ মার্কেটিং অফিসার (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ২০৫টি, এর মধ্যে এসসি - ৩১টি, এসটি - ১৫টি, ওবিসি - ৫৫টি, ইডব্লিওএস - ২১টি, অসংরক্ষিত - ৮৩টি। এর মধ্যে শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৮টি সংরক্ষিত পদ। ক্রমিকনং (৬) ঃ রাজভাষা অধিকারী (স্কেল-ওয়ান) পদের জন্য মোট শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে এসসি - ৩টি, এসটি - ১টি, ওবিসি - ৬টি, ইডব্লিওএস - ২টি, অসংরক্ষিত - ১৩টি। শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়াও, পদের নাম এবং ব্যাঙ্ক অনুযায়ী শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, ড্রিম্নরেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্ক্যানের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করা নোবযাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যে ব্যাঙ্কগুলির চাকরির জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হলঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্ষদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে নভেম্বরে, তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষা অবজেক্টিভ টাইপের। মোট ১২৫ নম্বর, ১৫০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই ন্যূনতম সাফল্য মান পেলেই ছাড়পত্র পাবেন মেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। ডিসেম্বরে, মেন পরীক্ষায় মোট ৬০ নম্বর, ৬০টি প্রশ্ন, সময় ৪৫ মিনিট। মূল পরীক্ষায় ন্যূনতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। আগরতলার মতো সারা দেশ জুড়েই পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা এঁদের ওয়েবসাইটে পাবেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২৪৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, সায়েন্টিস্ট (কেন্দ্রীয় সংস্থা)**
শূন্যপদ ঃ ১০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (জীবন বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অফিসার (আর্মি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৪২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (নাবার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে হলেও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (এইমস)**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার গ্রেড-বি (আর.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৭৫টি শহরে হলেও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টেনোগ্রাফার (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ২০০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেড, টেকনেশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৩২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ ৯-১১ সেপ্টেম্বর, তবে নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র, কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট (জিপমার)**
শূন্যপদ ঃ ২০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশদের স্টেনোগ্রাফার পদে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ২০০৬ চ

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে সমাবেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী ও তাদের উপাসনালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী। শুক্রবার (৯ আগস্ট) বিকালে শাহবাগ ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা সেখানে জমায়েত হন। সমাবেশ থেকে তারা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য একটি মন্ত্রণালয় গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা কমিশন গঠন, সংখ্যালঘুদের ওপর সব ধরনের হামলা রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি জানান তারা। এছাড়া জাতীয় সংসদের ১০ শতাংশ আসন সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।সমাবেশে অংশ নেওয়া নয়ন চক্রবর্তী বলেন, এই দেশ সবার। আমরাও এখানে নিরাপত্তা চাই। জামায়াত বা অন্য কেউ ক্ষমতায় এলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা আমাদের বাড়িঘর ও ধর্মীয় স্থাপনার নিরাপত্তা চাই। তার কথায় সমর্থন দিয়ে জয়দেব কুমার নামের আরেকজন বলেন, আমরা সারা দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা আমাদের বাসস্থান ও ধর্মীয় স্থাপনার নিরাপত্তা চাই। যত দ্রুত সম্ভব আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হোক।

আমি রাজনীতিতে আসতে প্রস্তুত : হাসিনা পুত্র জয়

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিলে, ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে মুঠোফোনে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। তবে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এলেও রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন কি-না বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি-না সে বিষয়টি তিনি পরিষ্কার করননি। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। ফলে আত্মগোপনে চলে গেছেন দলটির অধিকাংশ নেতা। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের হাল ধরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জয়।

এ বিষয়ে সজীব ওয়াজেদ জয় টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, আমি রাজনীতিতে আসতে প্রস্তুত। আওয়ামী লীগের কর্মীদের রক্ষায় যা করার দরকার আমি করব।

যুক্তরাষ্ট্রে থাকা জয় বলেছেন, আমাকে যদি রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়, তবে আমি তা থেকে নিজেকে বিরত রাখব না। আমার মা চলতি মেয়াদের পরই অবসরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। আমার কখনোই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে কয়েক দিন ধরে চলা ঘটনাপ্রবাহে নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় দলের জন্য আমাকে সক্রিয় হতে হবে। এখন আমিই সামনে আছি।

দিল্লিতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার এই মুহূর্তে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা না থাকার বিষয়টিও ফের নিশ্চিত করেছেন জয়। তিনি বলেন, এখন তিনি (শেখ হাসিনা) ভারতে অবস্থান করছেন। অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন। আমার মায়ের জীবন বাঁচানোয় আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে কৃতজ্ঞ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে ভারতের পূর্ব সীমান্ত "নিরাপদ থাকবে না" না বলেও মন্তব্য করেছেন জয়।

বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবিতে সরব আরজেডি, সংসদ চত্বরে ধর্ণা সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবিতে শুক্রবার ফের সরব হল রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। এই দাবিতে সংসদ চত্বরে ধর্ণা দিয়েছেন আরজেডি সাংসদরা। বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার দাবিতে, আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী বলেছেন, 'এক সময় নীতীশ কুমারও একই দাবি করেছিলেন। এখন বিহারে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে।'

প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীকে মমতার গান-স্যালুট প্রস্তাবে 'না' আলিমুদ্দিনের

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে গান স্যালুটে শেষ বিদায় দিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন বৃহস্পতিবারই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে। কিন্তু সেই ইচ্ছেতে সম্মতি দেয়নি আলিমুদ্দিন। গান স্যালুট হচ্ছে না। বরাবর ছিমছাম জীবনযাত্রাই পছন্দ করতেন তিনি। এমনকী ফুলের ভারও পছন্দ ছিল না কম্যুনিস্ট নেতার। মৃত্যুর পরও যাতে মানুষের কাজে লাগে তাঁর দেহ, তাই দান করে গিয়েছিলেন দেহ ও দুটি চোখ। সেই ইচ্ছেকে দেওয়া হয়েছে সম্মান। শেষযাত্রায় তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। এরপর আলিমুদ্দিনে মুজফফর আহমেদ ভবন, সেখান থেকে দীনেশ মজুমদার ভবনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুদ্ধবাবুর মরদেহ। সেখান থেকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হবে এনআরএস-এ। দান করা হবে দেহ। এর মধ্যে গান স্যালুটের জন্য কোনও সময় বরাদ্দ করা হয়নি।

স্বাধীনতার বার্তা প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে আবেদন অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): দেশের প্রতিটি কোণে স্বাধীনতার বার্তা প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে আবেদন করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "গত দুই বছরে, 'হরঘর তিরাঙ্গা' আন্দোলন একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশজুড়ে লোকেরা তাঁদের বাড়িতে তিরাঙ্গা পতাকা তুলে তাঁদের ছবি আপলোড করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বানে, আমি আমার প্রোফাইল ছবি বদল করছি, আবেদন করছি প্রত্যেককে একই কাজ করার জন্য।

এছাড়াও, স্বাধীনতা দ্রব্য.ত্বদ্রব্য-এ আপনার ছবি আপলোড করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

পোষ্যকে সোনার পদক উৎসর্গ করলেন নেদারল্যান্ডসের সাঁতারু ফন রওয়েন্ডাল

প্যারিস, ৯ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন সাঁতারে সোনা জিতেছেন নেদারল্যান্ডসের সাঁতারু ফন রওয়েন্ডাল। তাঁর প্রিয় কুকুর "রিও"কে প্যারিস অলিম্পিকে জেতা এই সোনার পদক উৎসর্গ করেছেন ফন রওয়েন্ডাল। গত মে মাসে মারা যায় রিও। প্যারিসে সোনা জয়ের পর সেসময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি।

স্যেন নদীতে মেয়েদের ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন সাঁতারে ২ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৩৪ দশমিক ২ সেকেন্ড সময়ে সোনা জিতেছেন ফন রওয়েন্ডাল। অলিম্পিকে এটি তাঁর দ্বিতীয় সোনা। পেয়েছেন একটি রুপোর পদকও।

'কাকোরি ট্রেন অভিযান'-এর শতবর্ষ স্মরণ অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : কাকোরি ট্রেন অভিযানের ৯৯ বছর পূর্ণ হল। পা দিলো ১০০-তে। স্মরণীয় ঘটনার কথা লিখলেনভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "কাকোরি ট্রেন অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেখান থেকে সশস্ত্র আন্দোলন নতুন গতি পেয়েছিল। ১৯২৫ সালের এই দিনে "কাকোরী ট্রেন অভিযান"-এর মাধ্যমে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

আমি সেই সমস্ত বিপ্লবীদের অভিবাদন জানাই যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তরুণদের ভারত মাতার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।"

প্রসঙ্গত, লখনউর আলমনগর এবং কাকোরির মাঝে কাকোরি। এই ষড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ঠাকুর রৌশন সিং, আসফাকউল্লা খানের ফাঁসি হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। মন্মথ গুপ্তের ১৩ বছর এবং যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,গোবিন্দচরণ কর, শচীন্দ্রনাথ বক্সী, মুকিন্দীলাল, রাজকুমার সিং, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রীর ১০ বছর সাজা হয়। এছাড়াও বিষ্ণু শরণ দুব্লিশ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ৭ বছর, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, রাম দুলারী ত্রিবেদী, প্রেমকিষণ খান্না, বনোয়ারী লাল এবং পরমেশ কুমারের পাঁচ বছরের জেল হয়। এঁরা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের শেষ যাত্রায় সাধারণ মানুষের ভিড়

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে শেষশ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কলকাতার রাস্তায় ঢল নামল সাধারণ মানুষের। জনমত নির্বিশেষে বহু মানুষ প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানান। অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকা অধিকাংশই বয়স্ক মানুষদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, রেখা গোস্বামী প্রমুখরা। মাল্যদান করা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকেও। মাল্যদান পর্ব জুড়ে চলতে থাকে সিপিআইএময়ের আন্তর্জাতিক সংগীত। সেই সংগীতে গলা মিলিয়েছেন উপস্থিত অনেকেই।

মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে, মৃত্যুর কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হল মহিলা চিকিৎসকের দেহ। জরুরি বিভাগের চারতলা থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বৃহস্পতিবার ডিউটিতে ছিলেন ওই চিকিৎসক। এরপর শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন সকালে হাসপাতালের কর্মীরাই দেখতে পান ওই চিকিৎসকের দেহ। অভিযোগ, সন্দেহজনক অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ। সহকর্মী ও চিকিৎসকেরা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া, দেহে পোশাক ছিল না বলেও সূত্রের খবর। এটা আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে না বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।ইতিমধ্যেই নিয়ম মেনে চিকিৎসকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ উপস্থিত হয়েছে ঘটনাস্থলে। ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর স্পষ্ট হবে মৃত্যুর কারণ। যদিও এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি আর জি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে ফরেন্সিক দল। পুলিশ জানিয়েছে, স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করতেন এই মহিলা চিকিৎসক।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ মুহূর্ত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখেন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ মুহূর্ত। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে এই আন্দোলন অত্যন্ত কার্য্যকরী হয়েছিল। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে নিজের প্রোফাইল ছবি বদলে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা করেছেন। 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানকে গণ আন্দোলনে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকেও তাদের প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করে 'হর ঘর তিরঙ্গা' ওয়েবসাইটে আপলোড করার আহ্বান জানান।

শুক্রবার হঠাৎই থানে-নাসিক সড়ক পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের

মুম্বই, ৯ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে শুক্রবার হঠাৎই থানে-নাসিক সড়ক পরিদর্শনে যান। তিনি থানের খারেগাঁওয়ে খাঁড়ির উপর নির্মীয়মাণ নতুন ক্রিক সেতুর কাজও পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যও নির্দেশ দেন আধিকারিকদের।

থানে-নাসিক সড়কে থাকা গর্ত এবং যানজট নিয়ে এদিন একটি বৈঠক হয় আধিকারিকদের সঙ্গে। উল্লেখ্য, বর্ষাকালে থানে-নাসিক সড়কে গর্ত মেরামতির কাজ চলছে। তিনি আধিকারিকদের বলেন যে, তিনি নিজে এই কাজ পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি সেইসব কাজের পর্যালোচনা করবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে আইইডি উদ্ধার

শ্রীনগর, ৯ আগস্ট (হি.স.): ফের জম্মু ও কাশ্মীরে আইইডি উদ্ধার। শুক্রবার সকালে কুলগাম জেলার বালসু এলাকায় রাস্তা থেকে আইইডি উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, কুলগাম জেলার বালসু এলাকায় রাস্তা থেকে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) পাওয়া যায় এদিন সকালে। নিরাপত্তা বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, একটি প্রেসার কুকারে লাগানো আইইডি এদিন সকালে নিরাপত্তা বাহিনী দেখতে পায়। তিনি বলেন, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এই ঘটনার জেরে বালসু-পরিগাম সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মনুর, দেখা করলেন সরবজোত সিংও

চন্ডীগড়, ৯ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ী মনু ভাকেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। শুক্রবার মনু ভাকের ছাড়াও সরবজোত সিংয়ের সঙ্গেও দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। খেলাধুলো সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। জোড়া অলিম্পিক পদক জয়ী মনু ভাকের বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে সবসময়ই ভালো লাগে। হরিয়ানা এমন একটি রাজ্য, যে রাজ্য থেকে অনেক ভালো ক্রীড়াবিদ তৈরি হয়। হরিয়ানার লোকজন খেলাধুলা উপভোগ করেন, সরকার আমাদের অনেক সমর্থন করেছে।'সরবজোত সিং বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগছে।

বাংলাদেশ বড় দেশগুলোর সঙ্গে সুষম সম্পর্ক চান নতুন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যাত্রার শুরুতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। এছাড়া সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার (৯ আগস্ট) সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্যান্য উপদেষ্টারা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা।

তৌহিদ হোসেন বলেন, আমরা সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চাই। বড় দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই মুহূর্তে দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাই মূল অগ্রাধিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হলে বাকিগুলোও সঠিক পথে ফিরবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথে নতুন যাত্রার আশা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূস।,শপথ নেওয়ার পরই দেশজুড়ে সহিংসতা বন্ধে ড় ইউনূসের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও ড় ইউনূসের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে পুনর্ব্যক্ত করেছে দেশটি। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমি ব্যক্তিগত কূটনৈতিক আলাপচারিতায় কথা বলব না, তবে স্পষ্টতই একটি বিষয় আমরা পরিষ্কার করেছি যে, আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত গড়তে দেখতে চাই। মিলার বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সরাও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বলেছে, তারা বাংলাদেশের নতুন (অন্তর্বর্তীকালীন) সরকারের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের এই জটিল পরিস্থিতিতে সমর্থন দিতে আগ্রহী। ইইউ বলে, এই পরিবর্তন সুশাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার অংশ হওয়া উচিত। ইইউয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের শপথ গ্রহণকে স্বাগত জানাচ্ছে ইইউ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন একটি ক্রান্তিকালে প্রবেশ করছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং যেসব মৃত্যু ও সহিংসতা ঘটেছে তার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। এই ইইউ প্রতিনিধি বলেন, 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথ এবং দেশটির জনগণ, বিশেষ করে তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলিও। এ বিষয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করা একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে দেখা অত্যন্ত সম্মানের।'অন্যদিকে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, আমরা আশা করি, হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে বাংলাদেশ।নিজের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা এক বার্তায় মোদি বলেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য উভয় দেশের জনগণের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়া, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বাগত জানিয়ে চীন পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, বেইজিং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং দেশটির জনগণের দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত উন্নয়নের পথকে সম্মান করি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিষয়ে জাতিসংঘ বলেছে, নতুন সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ আসে তা দেখা হবে। জাতিসংঘ মহাসচিবের ডেপুটি মুখপাত্র ফারহান হক বলেন, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ যেভাবে প্রয়োজন মনে করবে, আমরা অবশ্যই সেভাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত রয়েছি।

বাংলাদেশে সরকার পতনের পর তিন দিনে নিহত ২৩২

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। বাংলাদেশে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে গত ৫ অগাস্ট পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা। এরপর দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা, সহিংসতা ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় বুধবার পর্যন্ত (তিন দিনে) ২৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) বাংলাদেশের একটি সংবাদমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগই মারা গেছেন মঙ্গলবার।

কেউ কেউ মারা গেছেন চিকিৎসাধীন অবস্থায়। এর আগে কোটা আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে ১৬ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ৩২৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। এ নিয়ে সব মিলিয়ে গত ২৩ দিনে মারা গেছেন ৫৬০ জন।

সোমবার সংঘাতে মারা যাওয়া ১০ জনের লাশ আসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এর মধ্যে ছয়জন পুলিশ সদস্য ও একজন আনসার সদস্য।

এরপর মঙ্গলবার গাজীপুরের কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে বন্দীরা পালানোর সময় কারারক্ষীদের গুলিতে মারা যান ছয়জন। বুধবার ঢাকার সাভারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও তিনজন। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে বাড়িতে হামলার সময় সংঘর্ষে মারা যান একজন। আহত হন আরও সাতজন। নিহত নাহারুল ইসলাম বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বুধবার কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে একজনের মৃত্যু হয়। উপজেলা আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য শেফায়েত উল্লাহ ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেনের পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

দরিদ্র শিশুদের সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য জেলে রাখা হয়েছিল সিসোদিয়াকে : অতিশী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): মনীশ সিসোদিয়া সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেতেই আনন্দে কেঁদে ফেললেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। একইসঙ্গে বিজেপিকে আক্রমণ করে অতিশী বলেছেন, 'আজ সত্যের জয় হয়েছে, দিল্লির শিক্ষার্থীরা জিতেছে, তাঁকে জেলে রাখা হয়েছিল কারণ তিনি দরিদ্র শিশুদের সুশিক্ষা দিয়েছেন।' সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অতিশী।উল্লেখ্য, শুক্রবার মনীশকে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আবগারি দুর্নীতিতে ইডি এবং সিবিআই-এর মামলায় তাঁকে জামিন দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। মনীশ সিসোদিয়ার আইনজীবী ঋষিকেশ কুমার বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই এবং ইডি উভয় মামলায় মনীশ সিসোদিয়াকে জামিন দিয়েছে। তিনি গত ১৭ মাস ধরে জেলে ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, মনীশ সিসোদিয়ার পক্ষ থেকে বিচারে কোনও বিলম্ব হয়নি। শীর্ষ আদালত এটাও বলেছেন, ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের উচিত জামিন চাওয়া সমস্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে যাতে না পৌঁছয় তা নিশ্চিত করা।'

ফের রেল দুর্ঘটনা; মালদায় লাইনচ্যুত মালগাড়ি, হতাহতের খবর নেহ

মালদা, ৯ আগস্ট (হি.স.): ফের রেল দুর্ঘটনা। শুক্রবার মালদায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর -২ নম্বর ব্লকের কুমেদপুর স্টেশনের কাছে মালগাড়ির পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, মালগাড়িটি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বিহারের কাটিহার যাচ্ছিল। শুক্রবার আনুমানিক বেলা পৌনে এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন রেলের কাটিহার ডিভিশনের আধিকারিকরা। এদিন সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ তেলবোঝাই মালগাড়িটি খুরিয়াল ও কুমেদপুর স্টেশনের মাঝে বেলাইন হয়। গত কয়েকদিনে একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে র

বাংলাদেশের প্রবাহমান অরাজকতার বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ভুব প্রতিবাদ

আগরতলা, ৯ আগস্ট : বাংলাদেশে হিন্দু (সংখ্যালঘু) নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি, হিন্দুদের দেবদেবী সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গচুর করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে প্রেস ক্লাবের সম্মুখ স্থলে বিক্ষোভে মিলিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থা। সংস্থার দাবি, অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা হোক।

বাংলাদেশের দীর্ঘ সময় ধরে অরাজকতা চলছে। হিন্দু (সংখ্যালঘু) নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি, হিন্দুদের দেবদেবী সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গচুর করা হচ্ছে। জাতীয় সঙ্গীতের প্রনেতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও বর্বররা অপমান করতে ছাড়েনি। তাই এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শ্রেষ্ঠ ভুবন সংস্থা। সংস্থা তরফ থেকে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে অতিসত্ত্বর এই বর্বরোচিত ঘটনাক্রমের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করার দাবি জানিয়েছে।

মৃত্যু একজনের

● প্রথম পাতার পর

ওনার মেয়ে। নন্দননগর পালপাড়া এলাকায় আসতেই অটো গাড়ির সঙ্গে একটি বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন অটোতে থাকা বৃদ্ধা মহিলা, উনার মেয়ে এবং অটোচালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। যদিও ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যায়। এদিকে বৃদ্ধা, পূর্ণলক্ষী দেববর্মার অবস্থা খুবই গুরুতর ছিল। হাসপাতালে এসে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই কিছুক্ষণ পরে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে অটোচালকও এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে সে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘাতক গাড়ির বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছেন।

পরিবহন মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশপ্রেমের নতুন বোধ জাগিয়ে তুলতে এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কমসূচি পালন করা হবে। আগামী ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি এবং সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্ব-উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

এদিকে আজ ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি সফল করার লক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয় থেকে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের র‍্যালিটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমন করে।

এদিন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার জানিয়েছেন, তিরঙ্গাকে সন্মান জানিয়ে এই কর্মসূচীকে স্বার্থক করে তোলার লক্ষেই এই উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যবাসীর কাছে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচী পালন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

ভূমিধস বিদ্ধস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন।

এও জানা গেছে, সেখানকার হাসপাতাল এবং ত্রাণশিবিরও ঘুরে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী। দেখা করবেন ভূমিধসে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে। ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজও মোদী খতিয়ে দেখবেন বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহিলা চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু, সিবিআই তদন্তের দাবি, ছাত্র সমাজকে মাঠে নামার আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপির। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সিবিআই তদন্তের দাবি করছি। নৃশংস খুন ! শারীরিক নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে।

শুভেন্দুবাবু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে এইভাবে শিক্ষার্থী পড়ুয়া চিকিৎসককে, শারীরিক অত্যাচার করে খুন করা। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে আইনশৃঙ্খলা তো শেষ হয়ে গিয়েছিল, এটা তার শেষ ধাপ। আমি গোটা রাজ্যের ছাত্র সমাজকে বলছি, মাঠে নামুন। প্রয়োজনে পতাকা ছাড়া নামুন। পুরো রাজ্যের মানুষ আপনার সঙ্গে আছে।'''

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার চাঞ্চল্য দেখা দেয়। চারতলায় জরুরি বিভাগের আলোচনাকক্ষ থেকে এদিন সকালে দেহ উদ্ধার হয়। সূত্র মারফত খবর, আততায়ী চিকিৎসকের পরিচিত, প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ২টোয় রাতের খাবার খান চিকিৎসক। বিশ্রাম নিতে যান তার পরে। ঠিক কী হয়েছিল? কীভাবে মৃত্যু? এখনও ধোঁয়াশা। পোশাক অবিন্যস্ত, দেহে আঘাতের চিহ্ন, অভিযোগ চিকিৎসকদের একাংশের। ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ করেছে পরিবার। ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠছে।

বেহাল মেজিয়া সেতুর সংস্কার শুরু

বাঁকুড়া, ৯ আগস্ট (হি.স.):দামোদর নদের উপর নির্মিত বাঁকুড়ার মেজিয়া সেতু দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে ক্রমশ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে কিন্তু সংস্কার করা নিয়ে রাজ্য সরকার, রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষ ,সেতুর নির্মাতা ডিভিসির টালবাহানা চলছিল।অবশেষে শুক্রবার থেকে সংস্কারের কাজ শুরু করলো মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লা পরিবহণের জন্য রেল সেতু নির্মাণ করছিল ডিভিসি। প্রতিদিন বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার কয়েক হাজার লোক খেয়া পারাপার করে যাতায়াত করতেন। ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে পাশেই সড়ক সেতু নির্মাণের আবেদন জানায় তৎকালীন রাজ্য সরকার। তারপর ডিভিসি তাদের নিজস্ব অর্থে রেল সেতুর পাশে সড়ক সেতু নির্মাণ করে। পাশাপাশি দামোদরের দুই পাশের রাস্তার জন্য জমি কিনে বাইপাস রাস্তা করে সেতুটিকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগ করে ২০০২ সালে তা জনগনের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয়। সেই সেতু ও রাস্তা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করলেও সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন। দামোদরের উপর নির্মিত ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুর বেশ কয়েকটি জায়গায় কংক্রিটের ঢালাই ভেঙে রড বেরিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায়। কিন্তু সংস্কার কে করবে তা নিয়ে চলছিল টালবাহানা। জাতীয় সড়ক হিসেবে খাতায় কলমে ব্যবহার হলেও বাইপাস রাস্তা সহ সেতুটি এখনও পুরোপুরি জাতীয় সড়কের সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে ডিভিসি সেতু নির্মাণ করলেও তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। অপরদিকে রাজ্য সরকারেরও সংস্কারের এক্তিয়ারে নেই।এই অবস্থায় সেতু সংস্কারে উদ্যোগ নিয়ে মেজিয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডিভিসিকে সেতু সংস্কারের অনুরোধ জানালে ডিভিসি প্রকল্পের মেসার্স এস এন কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। সংস্থার সাইট ইনচার্জ বান্টি ঢাং বলেন, কয়েক জায়গায় মরণফাঁদ হয়েছিল। বিদ্যুৎ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাদের অনুরোধ করেন সেতুটির খানাখন্দে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে মেরামত করে দিতে। মেজিয়া ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ রায় বলেন, বাঁকুড়া-রানীগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের মেজিয়া সেতু মেদিনীপুরের ৬ নং জাতীয় সড়ক থেকে বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা হয়ে উত্তরবঙ্গের সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথ। সেতুর বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে বেহাল হয়ে পড়েছিল। এই সেতুর উপরের রাস্তা সংস্কারের জন্য উদ্যোগী ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

মহিলা প্রহরীরা

● প্রথম পাতার পর

বন্দুক থেকে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে পাচারকারীদের প্রতিহত করেন।ইতোমধ্যেই তাদেরকে সাহায্যের জন্য ক্যাম্পের জওয়ানরাও ছুটে আসেনঊ মহিলা জওয়ানদের সাহসী ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ফলে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ষোলো কেজি গাঁজা এবং প্রচুর পরিমাণে চিনি উদ্ধার করা হয়। বিএসএফ'র ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্যাটেল পুরুষোত্তম দাস (আইপিএস) এই সাহসী কাজের জন্য মহিলা প্রহরীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনা পুনরায় প্রমাণ করেছে যে, সীমান্তের পাহারায় মহিলা জওয়ানরা পুরুষদের থেকে কোনভাবেই কম নন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় সীমান্ত এলাকার পাহারার কাজে বিএসএফ'র আট শতাধিক মহিলা জওয়ান আছেন।এদিকে ৭ আগস্ট বুধবার রাতে পশ্চিম ত্রিপুরার তেবারিয়া সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া নষ্ট করে বাংলাদেশ ঢোকার চেষ্টা করার সময় দুই জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং একজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফঊ আবার সেদিনই বিএসএফ জওয়ানরা কুমারঘাটের একটি হোটেল থেকে সীমান্ত পারাপারের কাজ করা এক টাউটকে আটক করে। বিএসএফ'র সঙ্গে কুমারঘাট থানার পুলিশও ছিল সেই অভিযানেঊ এই ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুজন বাংলাদেশী রূপান্তরকামীকে সীমান্ত পারাপার করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছেঊ বিএসএফ ধর্মনগর থানাধীন ইয়াকুবনগর সীমান্ত থেকে এর আগে ওই দুই রপান্তরকামীকে আটক করেছিল। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই টাউটের খবর পাওয়া যায়ঊ শুক্রবার বিএসএফ পৃথক এক অভিযানে ৪.১ টন চিনি, ৯০ কেজি গাঁজা ও আরও ৭.২৫ লক্ষ টাকার নানা নিষিদ্ধ জিনিসপত্র আটক করেছে।

অন্যদিকে শুক্রবার ৯ আগস্ট বামুটিয়া সীমান্ত চৌকি এলাকায় টহলদারীর সময় একজন সন্দেহভাজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিএসএফঊ তার কাছ থেকে ৫ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ১,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। বি এস এফ প্রেস বিবৃতিতে বলেছে, ত্রিপুরা সীমান্তে মাদক পাচারকারীদের চক্র দমন করতে এবং মাদক চোরাচালান রোধ করার প্রচেষ্টায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। ত্রিপুরায় সক্রিয় মাদক মাফিয়াদের এই চক্র ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিএসএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

বাড়ির লোকজনদের মধ্যে মারামারির ঘটনা সংঘটিত হয়। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায় মৃত গৃহবধুর বাপের বাড়ি রানীরবাজার এলাকায়। গৃহবধুর জমজ সন্তান রয়েছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আমতলী থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম শুভাশিস দেবনাথ। পুলিশ তার স্বামীকে গ্রেফতার করেছে।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

পরমেশ্বর রিয়াং। তার কোনো অপরাধ ছিল না। তারপর তাকে সাজা পেতে হয়েছে। আসলে গন্ডাছড়ায় দুষ্কৃতিকারীরা জাতি ও জনজাতির মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর তৈরি করতে চেয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, দুষ্কৃতকারীদের কখনো ধর্ম, জাতপাত কিছুই হয়না। তাদের একটাই পরিচয় তারা দুষ্কৃতকারী। তাই তিনি আপামর গন্ডাছড়াবাসীদের নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর তৈরি না করতে আবেদন জানিয়েছেন।

ফের বন্যার ভ্রুকুটি ! ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা মৌসম ভবনের

দুর্গাপুর, ৯ আগষ্ট (হি.স.): আবারও বন্যার ভ্রুকুটি। রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। এবার জল সঙ্কট কাটাতে দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন বন্যার জল ধরে রাখতে নতুন ভাঁড়ারের তোড়জোড় শুরু করে ডিভিসি ও রাজ্য সেচ দফতর। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নচাপের দরুন প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেশকিছু রাজ্যে ভুমি ধসও হয়েছে। গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। তার দরুন পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি না হলেও দামোদর উপত্যকায় জারি হয় হলুদ সতর্কতা। ডিভিআরআরসি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার মাইথন জলাধার থেকে ২৪ হাজার ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে ২৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এদিকে মাইথন পাঞ্চেত থেকে ছাড়া জল দুর্গাপুর ব্যারেজে ঢুকতে শুরু করে। যদিও সকাল থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজে ৫৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া শুরু করে দেয়। আবারও নিম্নচাপে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় মৌসম ভবন। মৌসম ভবনের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, আগামী ১০ থেকে ১৩ আগস্ট-এর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত (০৭-১০ সেমি) হতে পারে এক দুই জায়গায়। যার মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে এক বা দুই জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে। ১০ তারিখে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলার এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত (০৭-১০ সেমি) হতে পারে। ১১ আগস্ট উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। নীচু এলাকা জলমগ্ন হতে পারে। প্রশ্ন তাহলে কি আবারও বন্যার ভ্রুকুটি? দামোদর উপত্যকা পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টিপাত হলে প্রভাব পড়বে দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপর। জলস্তর বৃদ্ধি পায় ব্যারেজের। বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক ভাবেই ওই জল ধরে রাখার বিকল্প কোন ব্যাবস্থা নেই দুর্গাপুর ব্যারেজের। ভারী বর্ষনের বন্যার জল ধরে রাখা নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে ডিভিসি ও রাজ্য সেচ দফতর। প্রশ্ন, ওই জল ধরে রাখার ভাঁড়ার কোথায়? বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় লক গেটের পাশাপাশি দুর্গাপুর ব্যারেজের নিম্ন দামোদরের সেচ ক্যানেলগুলি সংস্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু, দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজ ও রনডিহা জলাধারে পলি পড়ে নাবত্যা কমেছে। দুর্গাপুর (ডিভিশনের) রাজ্য সেচ দফতরের আধিকারিক সঞ্জয় মজুমদার বলেন, 'মাইথন ও পাঞ্চেতে ছাড়া জল ব্যারেজে ঢুকতে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা রয়েছে। এখন ব্যারেজ থেকে ৫৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। সেরকম বৃষ্টিপাত হলে ততক্ষনে অনেকটাই খালি হবে ব্যারেজ। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে।' ডিভিআরআরসির সদস্য সচিব শশী রাকেশ বলেন,' মৌসম ভবনের সূচনা অনুযায়ী মাইথন, পাঞ্চেতে জলাধারে তেমন কোন প্রভাব পড়বে না। সতর্কতা অনুযায়ী নিম্নদামোদরে প্রভাব পড়তে পারে। ঝাড়খন্ডে বৃষ্টিপাত হলে প্রভাব পড়ে এই দুই জলাধারে। তবুও পরিস্থিতির ওপর সজাগ রয়েছি।'

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শেষযাত্রায় উপচে পড়া ভিড় গুণমুগ্ধদের

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহ এসে পৌঁছেছে দলের রাজ্য দফতরে। সেখানেই মাল্যদান পর্বে উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাত ও বৃন্দা কারাত, মানিক সরকার, রামচন্দ্র ডোম, হান্নান মোল্লা, কেরলের মন্ত্রিসভার সদস্য সিপিআই নেতা ডি রাজা। এরপর পরিবারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী—জায়া মীরা ভট্টাচার্য ও সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হেমলতা, সুপ্রকাশ তালুকদার, স্বদেশ দেবরায়, কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিজেপির তাপস রায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী (অভিনেতা), চন্দন সেন, দেবদূত ঘোষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর রাজ্য কমিটির সদস্যরা শ্রদ্ধা জানাতে একে একে মাল্যদান করেন। সিপিআই (এম) রাজ্য দফতরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মাল্যদান করার জন্য বহু আগে থেকেই জড়ো হয়েছিলেন গুণমুগ্ধরা। হাজির হয়েছিলেন দলের কর্মী ও সমর্থকরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনুরাগীরাও ভিড় করেন। লম্বা লাইন পৌঁছয় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডে। জোড়া গির্জার কাছে সৃষ্টি হয় যানজট।

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মাল্যদান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : বিধানসভার পর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহে মাল্যদান করা হয় দলের রাজ্য দফতরে। রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দলের পলিটব্যুরোর সদস্যরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শেষ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেনি ধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মাল্যদান পর্বে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মাল্যদান করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণা করেন শুভেন্দুবাবু। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

জম্মু ও কাশ্মীরে অবিলম্বে নির্বাচন করাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্বাচন কমিশন : রাজীব কুমার

জম্মু, ৯ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে অবিলম্বে নির্বাচন করাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্বাচন কমিশন। জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। শুক্রবার জম্মুতে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, 'আমরা শীঘ্রই নির্বাচন করাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা নিশ্চিত, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ বিঘ্নকারী শক্তিকে উপযুক্ত জবাব দেবে।'জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে সাসপেন্স বজায় রেখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার শুক্রবার বলেছেন, নির্বাচন কমিশন দিল্লিতে চূড়ান্ত নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন পরিচালনা করার পরে সঠিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। তিনি অবশ্য বলেছেন, ইসিআই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নির্বাচনকে ব্যাহত করার ছোট প্রচেষ্টাও প্রক্রিয়াটিকে বেলাইন করতে পারে না।

জামিন মানে এই নয় যে তিনি নির্দোষ, মনীশ সিসোদিয়ার জামিন প্রসঙ্গে সরব বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): আবগারি দুর্নীতিতে ইডি এবং সিবিআই-এর মামলায় মনীশ সিসোদিয়াকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়ার জামিন প্রসঙ্গে দিল্লির বিজেপি রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা জানিয়েছেন, 'জামিন পাওয়ার মানে এই নয় যে কোনও ব্যক্তি নির্দোষ। মনীশ সিসোদিয়া জামিন পেয়েছেন ঠিকই, তবে তদন্ত এখনও চলছে। বিজেপি সবসময় আদালতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। বীরেন্দ্র সচদেবা আরও বলেন, আবগারি দুর্নীতি মামলায় এখনও তদন্ত চলছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল হোক বা অন্য কেউ, সকলেই দোষী সাব্যস্ত হবেন। কারণ, দিল্লির মানুষের সঙ্গে অনেক বড় দুর্নীতি হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার মনীশকে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আবগারি দুর্নীতিতে ইডি এবং সিবিআই-এর মামলায় তাঁকে জামিন দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। মনীশ সিসোদিয়ার আইনজীবী ঋষিকেশ কুমার বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই এবং ইডি উভয় মামলায় মনীশ সিসোদিয়াকে জামিন দিয়েছে। তিনি গত ১৭ মাস ধরে জেলে ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, মনীশ সিসোদিয়ার পক্ষ থেকে বিচারে কোনও বিলম্ব হয়নি। শীর্ষ আদালত এটাও বলেছেন, ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের উচিত জামিন চাওয়া সমস্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে যাতে না পৌঁছয় তা নিশ্চিত করা।'

গৃহশিক্ষক !

● প্রথম পাতার পর

না। এই গোটা ঘটনায় সোনামুড়া এলাকায় তীব্র চাঞ

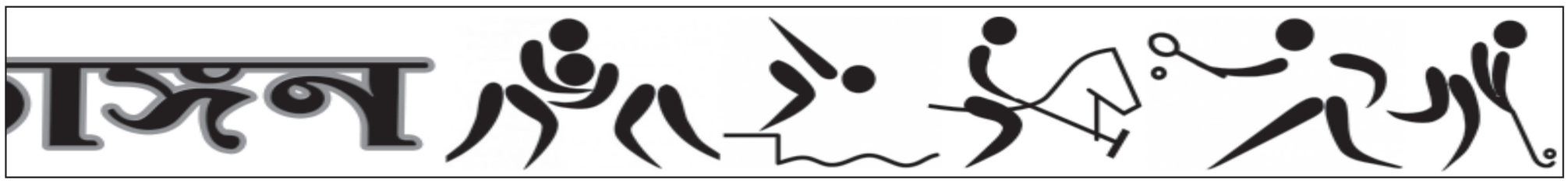

বীরেন্দ্রকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে স্কাইলার্ক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় অব্যাহত স্কাইলার্কের। বি ডিভিশন লিগ ফুটবলে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-১ গোলে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক স্কাইলার্ক ক্লাবের। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া বি-ডিভিশন লীগে জয়ের দ্বারা অব্যাহত রাখলো স্কাই লার্ক ক্লাব। লিগে স্কাই লার্ক ক্লাব ৬ ম্যাচে ৫ টি জয় ও ১ টি ম্যাচ ড্র করে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থানে থেকে শিরোপা দখলের দৌড়গড়ায় রয়েছে। শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত লিগের নিয়মরক্ষার ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব কে ৪-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে স্কাই লার্ক ক্লাব। স্কাই লার্ক ক্লাব নিজেদের শেষ ম্যাচে ১১ আগষ্ট কল্যান সমিতির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে।

লিগে কল্যান সমিতি ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ফলে শিরোপা দখলের লড়াইে অঘোষিত ফাইন্যাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে কল্যান সমিতি ও স্কাইলার্ক ক্লাব। এই ম্যাচে জয়ী কিংবা ড্র হলেই শিরোপা দখলের পাশাপাশি আগামি বছর প্রথম ডিভিশনে জায়গা করে নেবে স্কাইলার্ক ক্লাব। অন্যদিকে নিজেদের শেষ ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই কল্যান সমিতির কাছে। পরপর তিন ম্যাচে নবোদয়কে চার দুই গোলে, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ৪-২ গোলে হারানোর পর আজ, শুক্রবার বীরেন্দ্র ক্লাবকে চার এক গোলে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে স্কাইলার্ক ক্লাব।

দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে টাউন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের অধিকাংশ ম্যাচ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। আর এই টুর্নামেন্ট শেষ হবার পরেই শুরু হবে রাখাল শীল্ড নক আউট এবং প্রথম ডিভিশন সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণকারী দলগুলি নেমে পড়েছে প্রস্তুতিতে। দর্শকদের ভালো খেলা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিমুকুট অর্জন করার লক্ষ্যেই ক্লাব কর্মকর্তারা রাজ্যের ও বহির রাজ্যের এক ঝাঁক তারকা ফুটবলার নিয়ে ইতিমধ্যেই দল গঠনের কাজ শেষ করে নিয়েছে। এখন চলছে ফুটবলারদের জোরদার প্রস্তুতি। সিনিয়র ফুটবলে অংশ নিতে যাওয়া দলগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হলো আগরতলা টাউন ক্লাব।

গত বছরের প্রথম ডিভিশন লিগের ব্যর্থতাকে ভুলে এবছর রাখাল শিল্ড নক আউট ও প্রথম ডিভিশন লিগ জয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দল গঠন করে টাউন ক্লাবের কর্মকর্তারা।রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের একঝাঁক তারকা ফুটবলার টাউন ক্লাবের শিবিরে যোগ দিয়েছে। তাদেরকে নিয়ে অনুশীলনে ব্যস্ত এখন কোচ সুজিত ঘোষ।শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দলের ফুটবলারদের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল কোচ সুজিত ঘোষকে। ১৬ আগষ্ট রাখাল শিল্ড নক আউটের দ্বিতীয় ম্যাচ তথা টাউন ক্লাবের প্রথম ম্যাচ মরশুমের প্রথম ম্যাচে টাউন ক্লাব মুখোমুখি হবে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের। এক সাক্ষাৎকারে ক্লাবের টিম ম্যানাজার জানান গত ৭ আগষ্ট থেকে টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা অনুশীলনে নেমেছেন। ক্লাবের লক্ষ্য এবছর দ্বি-মুকুট জয়ের। নক আউট এবং লিগে শক্তিশালি দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে টাউন ক্লাবকে। প্রত্যাশা দলের ফুটবলাররা প্রতিটি ম্যাচে ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেবে ফুটবল প্রেমী দর্শকদের।

অ্যাথলেটেদের সুইডেন সফর শুরু আজ মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসো-র শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক আয়োজনে অ্যাথলেটদের শুভেচ্ছা জানানো হলো আজ। মাস্টার্স এথলিটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। ত্রিপুরার ৬ জন মাস্টার্স অ্যাথলেট সুইডেন সফরে রওয়ানা হচ্ছে আগামীকাল।

অ্যাথলেটদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হলো আজ শুক্রবার, ২৬তম বিশ্ব মাষ্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাওয়া ৬ জন অ্যাথলেটকে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় সেন্ট্রাল রোডস্থিত অভিজাত হোটেলে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ওই অ্যাথলেটদের।

১৩-২৫ আগষ্ট সুইডেনের গুটেনবার্গে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব মাষ্টার্স অ্যাথলেটিক্সের আসর। ওই আসরে দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়ে পদক জয়ের জন্য নামবেন ত্রিপুরার জবা পাল দত্ত, শেফালী বর্ধন, মিতালী দেবনাথ, অর্চনা বণিক, মমতা নাথ এবং কাজল চন্দ্র দাস। ওই ৬ অ্যাথলেটকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পাশাপাশি অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, তপন ভট্টাচার্য, সচিব আশিস পাল, সাঁইয়ের খেলো ইন্ডিয়া মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সূর্যকান্ত পাল, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ড় সুজিত রায়, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় এবং নিখিল সাহা, বিশিষ্ট অ্যাথলেটিক্স কোচ ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, অমিয় দাস, প্রণব অখণ্ড সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে সুইডেনগামী অ্যাথলেটদের শুভেচ্ছা জানান এবং প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁদের সাফল্য কামনা করেছেন।

আর্থিক অনুদান প্রদানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন যেমন টিএনজিসিএল, রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ক্রীড়া পর্ষদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

সোনার ছেলে তুমি, অলিম্পিকে রুপো জয়ী নীরজকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে রৌপ্য পদক জেতার জন্য নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "প্যারিস অলিপিকে রুপোর পদক জয়ের জন্য নীপজ চোপড়াকে অনেক অভিনন্দন। কি দারুণ পারফরমন্যান্স। সোনার ছেলে তুমি। তোমার এই গৌরবময় জয়ের জন্য গোটা ভারতবাসী গর্বিত।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ব্রিটেনজুড়ে বিক্ষোভ, আইসিসির টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ নিয়ে চিন্তায় শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ৯ আগস্ট (হি.স.): এই মুহূর্তে অভিবাসী বিরোধী দাঙ্গায় উত্তাল ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর। এই অবস্থায় টেস্ট সিরিজ খেলতে যাওয়ার কথা শ্রীলঙ্কার। তবে এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গেছে লঙ্কানরা। ২১ আগস্ট থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শুরু হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যেই তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী রবিবার ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা লঙ্কানদের। এরই মধ্যে অবশ্য শ্রীলঙ্কার ৭ ক্রিকেটার ও ২ সাপোর্ট স্টাফ পৌঁছে গেছেন ইংল্যান্ডে। রবিবার সম্পূর্ণ দল ইংল্যান্ডে পৌঁছে যাওয়ার পর শুরু হবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নিরাপত্তা প্রটোকল। এই দাঙ্গা ও বিক্ষোভের মধ্যে আগে চলে যাওয়া ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের হোটেলবন্দি সময় কাটছে। শ্রীলঙ্কা দলের ম্যানেজার মাহিন্দা হালাঙ্গোদা জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ দল পৌঁছে যাওয়ার পর পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে ইসিবি।

অলিম্পিকে পদক জয়ের জন্য নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের

রায়পুর, ৯ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে পদক জয়ের জন্য নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানালেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি বলেছেন, প্যারিস অলিম্পিকে রুপোর পদক জেতার জন্য ভারতীয় ক্রীড়াবিদকে অভিনন্দন। পরপর দুটি অলিম্পিকে পদক জিতে ভারতকে গর্বিত করেছেন নীরজ।

উল্লেখ্য, নীরজ ৮৯.৪৫ মিটার ছুড়ে এবছরের অলম্পিকে জ্যাভলিনে রুপো এনে দেন ভারতকে। এবারে সোনা না জিতলেও তিনিই একমাত্র ভারতীয় তারকা অ্যাথলিট, যিনি অলিম্পিকে এখনও পর্যন্ত সবমিলিয়ে একটি সোনা ও একটি রুপো জিতেছেন। প্রসঙ্গত, এর আগে টোকিওতে ৮৭.৫৭ মিটার ছুঁড়ে জ্যাভলিনে সোনা জিতেছিলেন নীরজ।

১০০ মিটারে দ্রুততম নোয়াহকে পেছনে ফেলে ২০০ মিটারে সেরা টেবোগো

প্যারিস, ৯ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকের ১০০ মিটারে নোয়াহ লেইলসের সঙ্গে পারেননি তিনি। কিন্তু ২০০ মিটারে এসে ১০০ মিটারের দ্রুততম নোয়াহকে হারিয়ে দিলেন এই অ্যাথলিট। সেই সঙ্গে প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে সোনা জয়ের স্বাদ পেলেন বতসোয়ানার এই অ্যাথলিট। এর আগে তিনি অ্যাথলেটিকসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো ও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নশিপেও ২০০ মিটারে সোনা পেয়েছিলেন। তবে অলিম্পিকে সোনা পেলেন এই প্রথম।

স্তাদে দে ফ্রান্সে ২০০ মিটার স্প্রিন্টে ১৯.৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে সেরা হয়েছেন টেবোগো। ১৯ দশমিক ৬২ সেকেন্ড টাইমিং করে রুপো পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেডনারেক কেনেথ। আর ১০০ মিটারে সেরা হওয়া নোয়াহ ১৯.৭০ সেকেন্ড সময় নিয়ে পেয়েছেন ব্রোঞ্জ।

SAI
KHELO INDIA RISING TALENT IDENTIFICATION
এতদ্বারা সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ও যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১২ই আগষ্ট ২০২৪ ইং হইতে খেলো ইন্ডিয়া উদিয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় অন্বেষণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষে রাজ্যের যে সকল খেলোয়াড়রা এথলেটিকস্, ফুটবল ও কবাডি খেলা অভ্যাস করে চলেছেন এবং যাদের বয়স ৯ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে তারাই এই অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এই অন্বেষণ প্রক্রিয়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও গোমতী জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এবং এর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল -

SN	Venue	Date and Time
01	AD Nagar School ground	12th and 13th Aug 2024, 07:30 am onwards
02	Amtali HS School Ground	16th and 17th Aug 2024, 07:30 am onwards
03	DYAS Udaipur	20th and 21st Aug 2024, 07:30 am onwards
04	TTADC Khumulwng	27th to 30th Aug 2024, 07:30 am onwards

ICA/D-602/24

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
e-mail : mechdivision.amc@gmail.com

F.473/Mech.Div/AMC/2019/P-I/3926-28 Dt. 08/08/2024

E-tender Notice

Press Notice Inviting Tender No.- 07/PNIT/Mech.Div/AMC/2024, Dt. 08/08/2024
On behalf of Hon'ble Mayor following E-tender is inivited by the Executive Engineer, Mech.Div. AMC for the following supply -

Sl. No.	Name Equipment / Machinery	Quantity	Value of work in Rs.	Application Fees	EMD in Rs.	Date of OPening of Technical bid
1	Supply of 4 Wheeler EV Hopper Tipper for carrying waste	02 Nos.	28.00 lakhs	10000/-	28000/-	29/08/2024

The tender details shall have to be downloaded from 08/08/2024 from website http://tripuratenders.gov.in for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online. Bids must be submitted online on or before 5.30 p.m. on 29/08/2024. Bids received online shall be opened on 29/08/2024 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. EMF & Application fees should be submitted through online system of e-tender. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Sd/-Illegible
(Er. C. Chakarborty)
Executive Engineer (Mech)
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 06/EE/DIV-I/AMC/2024-25 Dated:- 08/08/2024

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	D.N.I.e.T. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	D.N.I.E.T No. 15/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs.7,57,825/-	Rs.15,156/-	45 (Forty five) days
2	D.N.I.E.T No. 16/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs.19,20,295/-	Rs.38,406/-	60 (Sixty) days
3	D.N.I.E.T No. 17/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs.29,12,715/-	Rs.58,254/-	120 (One hundred twenty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **22-08-2024 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
2. Time and date of opening of bid : **22-08-2024 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(ER. SUJAY CHAUDHURY)
Executive Engineer,
PW Division No-I,
Agartala Municipal Corporation

No: 2175-94/F.140/SD-I/2010 **Dated the 8th Aug 2024**

PRESS NieT. NO. 02/EE/DWS/DIVN/AMP/2024-25 Dated. 01 /08 /2024

The Executive Engineer, DWS Division, Amarpur, Gomati, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD /Registered Vehicle Owner (for sl. No.1 & 2)/ Central & State Sector undertaking a for the following works :-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No.18/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 3,69,840.00	₹ 7,397.00
2	DNIeT No.19/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 3,69,841.00	₹ 7,397.00
3	DNIeT No.20/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,25,081.00	₹ 32,502.00
4	DNIeT No.21/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
5	DNIeT No.22/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
6	DNIeT No.23/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
7	DNIeT No.24/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
8	DNIeT No.25/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
9	DNIeT No.26/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
10	DNIeT No.27/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
11	DNIeT No.28/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 16,81,380.00	₹ 33,628.00
12	DNIeT No.29/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 21,96,091.00	₹ 43,922.00
13	DNIeT No.30/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 48,57,698.00	₹ 97,154.00
14	DNIeT No.31/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 9,46,802.00	₹ 18,936.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 04-09-2024
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur at 15:30 on 04-09-2024 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division /Amarpur/ Karbook/Ompi and the website _https:// www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-1100/24

Executive Engineer
DWS Division, Amarpur

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
ELECTRICAL DIVISION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municpal Corporation, West Tripura invites on behalf the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies having experienced similar nature of works / appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES/PWD/Railway/other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-08-2024 for the following work:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	DNIeT -EE (Elect)/AMC/ 18/2024-25	R7,49,661.00	R14,993.00	15 (Fifteen) days	Date : 14-08-2024 Time : 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal.

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

ত্রিপুরা ও তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট : তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ও রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা আজ আগরতলায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু-র সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল দেববর্মা গতকাল রাজ্যে এসেছেন।আগামীকাল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে।এই অনুষ্ঠানটি হবে মান্দাই এর খরাঙ কমিউনিটি হলে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা থেকে জিষ্ণু দেববর্মাই প্রথম কোন রাজ্যের রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন। আর এবারই প্রথমবার এই রাজ্যের একজন নাগরিক কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল পদে আসীন হওয়ায় ত্রিপুরা সরকার তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জিষ্ণু দেববর্মা গত ৩১ জুলাই তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

চিত্র সাংবাদিক সুশান্ত দাস প্রয়াত শোক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: ত্রিপুরার ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য চিএ সাংবাদিক সুশান্ত দাসের প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। আজ সকাল সোয়া সাতটা নাগাদ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি পরিবারে বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী সহ এক মেয়ে রেখে গেছেন।
ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন প্রয়াত সুশান্ত দাসের শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। পাশাপাশি এই দুঃসময়ে সমস্ত প্রয়োজনে পরিবারের পাশে থাকবে।

২৭ আগস্ট বড়কাঁঠালে শ্রীশ্রী শান্তিকালী সেবা আশ্রমের উদ্বোধন, মন্ত্রীগণের উপস্থিতিতে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট : আগামী ২৭ আগস্ট মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত বড়কাঁঠালস্থিত শ্রীশ্রী শান্তিকালী সেবা আশ্রমের উদ্বোধন করা হবে। এ উপলক্ষে আজ বড়কাঁঠালস্থিত সিদ্ধেশ্বরী সেবা মিশনের বোর্ডিং হাউসে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রী রতনলাল নাথ।
সভায় উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, প্রাক্তন এমপি রেবতী ত্রিপুরা, হেজামারা বিএসি''র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, লেফুঙ্গা বিএসি চেয়ারম্যান রনবীর দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, শ্রী শ্রী শান্তিকালী মিশনের মহারাজ চিত্ত দেববর্মা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্বশর্মা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রমুখ। কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা বামুটিয়া এলাকায়। লেফুঙ্গা থানার অধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত গুচামুড়া ব্রিজের নিচের জঙ্গলে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।গুচামুড়া ব্রিজের নিচের জঙ্গলে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় এক ব্যাক্তি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস, বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসি অ্যান্থনি জমাতিয়া সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। এই বিষয়ে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। কিন্তু এই যুবকের পরিচয় যাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্ত করার পর জানা যাবে আত্মহত্যা না অন্য কিছু।

৮ দফা দাবিতে রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন সিপিআই (এম এল) লিবারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: গন্ডাছড়ার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি দেওয়া সহ ৮ দফা দাবিতে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছে সিপিআই(এম এল) লিবারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। পর্বতী সময়ে রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।
এদিন সংগঠনের সম্পাদক পার্থ কর্মকার বলেন, গন্ডাছড়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনা অত্যন্ত দু:খজনক। পর্বতী সময়ে সিপিআই(এম এল) লিবারেশনের কর্মীরা গন্ডাছড়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাই সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর নিকট গন্ডাতুইসা মহকুমার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে ৮টি দাবি জানানো হয়েছে।
দাবিগুলো হল, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা এবখ জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, গন্ডাছড়ার জনগণের মধ্যে ঐক্য ও আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, সরকার ক্ষতিপূরণের জন্য ন্যায্য মান নির্ধারণের জন্য সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করা।
পাশাপাশি, রাজ্য সরকার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আরও ১৪টি অতালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের জন্য কম্বল, মশারি, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং চিকিৎসা সহ পর্যাপ্ত সুবিধার প্রদান করা হোক। তাছাড়া, রাজ্য সরকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মৃত পরমেশ্বর রিয়াং-এর পরিবারের সদস্যকে একটি নিয়মিত সরকারি চাকরি দেওয়া, গৃহহীন পরিবারের জন্য বাড়ি এবং দোকান পুনর্নির্মাণ এবং সরকার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করা হোক।

জলে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: প্রতিবেশীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বাড়ি ফেরা হলো না রানা ধরের। নদীতে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় গোলাঘাটি বুড়িমা নদীতে ভেসে উঠে রানা ধরের মৃতদেহ। খবর পেয়ে ছুটে আসেন টাকারজলা থানার ওসি রথীন্দ্র দেববর্মা সহ টিএসআর জওয়ান। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।
জানা যায় বুধবার বিকেলে গোলাঘাটি এলাকার কৃষ্ণ শীল নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গোলাঘাটি বুড়িমা নদীর তীরে মহাশ্মশান ঘাটে মৃত কৃষ্ণ শীলের শেষকৃত্য করতে গিয়েছিলেন এলাকাবাসীর সাথে অনিল চন্দ্র ধরের ছেলে রানা ধর। বুধবার রাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর শ্মশানবাসী প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যায়। এলাকাবাসী জানান গতকাল শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে গোলাঘাটি বুড়িমার মহাশ্মশান ঘাটে গিয়েছিল। মহাশ্মশান ঘাটে অতিরিক্ত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ায় বুড়িমা নদীতে পড়ে যায় সে। অনেকের ধারণা অতিরিক্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকার ফলে তার জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশের পণ্য ব্যবহার বর্জন করার ডাক রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে বাংলাদেশী পণ্য বর্জন করার ডাক দিল রাজ্যের নাগরিক সমাজের একাংশ। শুক্রবার আগরতলা যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কয়েকজন নাগরিক। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর সেখানে ভয়ানক অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে সেখানে হাসিনার আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বাড়িঘর সহ সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা সংগঠিত হচ্ছে।
একাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুদের ধর্মীয় স্থান আক্রান্ত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এসব ঘটনার প্রতিবাদের সোচ্চার হয়েছেন আগরতলার নাগরিক সমাজের একাংশ। বাংলাদেশ হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধে দাবি জানানোর পাশাপাশি বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশী বিভিন্ন পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছেন প্রতিবাদী নাগরিকরা।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ভারত ছাড়ো আন্দোলন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট : আজ ভারত বর্ষের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকের দিনেই ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পথ চলা শুরু হয়েছিল। যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এই দিনটি পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, এই দিনটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। ১৯৪২ সালে আজকের দিনে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের বিতারণের জন্য। একইভাবে এই সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত জড়ো আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষকে এক সুতায় বাধার জন্য।
পাশাপাশি শ্রী সাহার দাবি করেন, এই সময়ের মধ্যে যেভাবে গোটা দেশ জুড়ে বিজেপির নেতৃত্বে বিভাজনের রাজনীতি চলছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতজড়ো আন্দোলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৫ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক

আগরতলা, ৯ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক নেশা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। সাথে এক হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নেশাকারবির নেটওয়ার্ক দমন করার এবং ত্রিপুরা সীমান্তে নেশা সামগ্রী পাচার রোধ করার প্রয়াসে বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে।আরও জানানো হয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বামুটিয়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে একজন নেশাকারবারীকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে এক হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষাধিক টাকা হবে।

সব অপরাধীর বিচার করা হবে ঃ ড. ইউনুস

মনির হোসেন, ঢাকা, ৯ আগস্ট : বাংলাদেশে অরাজকতার বিষবাষ্প যারা ছড়াবে তাদের কঠোর হস্তে দমন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেলজয়ী ড় মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, অরাজকতার বিষবাষ্প এখন যে-ই ছড়াবে বিজয়ী ছাত্র-জনতাসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পূর্ণ শক্তি তাকে ব্যর্থ করে দেবে। তিনি বলেন, ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন উৎসবের মুহূর্তে এ স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা দেশে একটি অরাজকতা ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অরাজকতা আমাদের শত্রু। একে দ্রুত পরাজিত করতে হবে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।দায়িত্ব নেয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২৭টি মন্ত্রণালয় একাই সামলাবেন অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার দুপুরে অন্তর্বতীকালীন এই সরকারে উপদেষ্টাদের দায়িত্ব বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ২৭টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।
এদিকে, ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি। এর আগে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ড় ইউনূস। সকাল ১০টার দিকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ড় ইউনূসের নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের অন্তর্বতী সরকার গঠন করা হয়। রাত ৯টা ২১ মিনিটে বঙ্গভবনে শপথ নেন ড় মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্তর্বতীকালীন সরকারের ১৪ জন সদস্য। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ঢাকার বাইরে অবস্থান করায় শপথ অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি নতুন দায়িত্ব পাওয়া তিন উপদেষ্টা।

বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা শাখার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা শাখা। আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক ব্যক্তি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ অনিশ্চিয়তা, হিংসা এবং অরাজকতার মধ্যে ফেঁসে আছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্যাগপত্র এবং তার দেশ ছাড়ার পর অর্নবতী সরকার গঠিত হয়েছে। সংকটের এই সময় ভারতবর্ষ দৃঢ়তার সাথে বাংলাদেশের সমস্ত সমাজের পাশে এক বন্ধুর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।
এদিন তিনি আরও বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিগত কিছু দিন ধরে বাংলাদেশে হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ধার্মিক স্থান, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এমনকি, পঞ্চগড় জেলায় ২২টি বাড়ি, ঝিনেদাহতে ২০টি বাড়ি ও জসোরে ২২টি দোকান মৌলবাদীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছারা, অনেক জেলায় তোশ্বশানঘাট পর্যন্ত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। মন্দির এবং গুরুদ্বারগুলির ও ক্ষতি করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমন কোন জেলাই হয়তো নেই যা তাদের হিংসা ও আতঙ্কের শিকার হয়নি। প্রতিনিয়ত তাঁরা মৌলবাদীদের উৎপীড়নের স্বীকার হচ্ছেন। তাই এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা শাখা।
তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার ব্যাপারে যথাসম্ভব পদক্ষেপ নেওয়ার হোক।

খোয়াইয়ে ভোট গণনার প্রস্তুতি

খোয়াই।। খোয়াই ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ভোট গণনা সম্পন্ন করতে খোয়াই ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি হলে গণনা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই গণনা কেন্দ্রে ১৭টি টেবিলে ভোট গণনা হবে। প্রতিটি টেবিলে ১ জন কাউন্টিং সুপারভাইজার ও ১ জন কাউন্টিং এসিস্টেন্ট থাকবেন। ভোট গণনার জন্য ২৭ জন কাউন্টিং সুপারভাইজার, ৫৫ জন কাউন্টিং এসিস্টেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮ জন কাউন্টিং এসিস্টেন্ট ও ১০ জন কাউন্টিং সুপারভাইজার রিজার্ভ হিসেবে থাকবেন। খোয়াই ব্লকের আরও তথা বিডিও অভিজিৎ দাস এই সংবাদ জানান।

চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর পর চুরির ঘটনা, নীরব প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ আগস্ট: খোয়াই মহকুমার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভূমিকা ঘিরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুদিন পর পরই চোরের দল চুরি করে নিয়ে যায় জলের ট্যাপ এবং বিভিন্ন পাইপ।
খোয়াই থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও থানা থেকে তদন্ত করতে কেউ আসেনি। থানা থেকে তদন্ত করতে না আসার বিষয় নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং এলাকাবাসীর মধ্যে নানান প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সরকারি সেন্টারে চুরির ঘটনায় একবারও তদন্ত করতে না আসায় খোয়াই থানার বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ জানান হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ ডক্টর প্রিয়ংকা দেববর্মা।
সাংবাদিকদের কাছে চুরির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানান।গত ২৫ শে জুনও একবার হাসপাতালের বিভিন্ন জিনিস চুরি হয়েছে এবং পুনরায় গতকাল রাতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার ত্রিপুরা সদর দপ্তরে হরিয়ালি তিজ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট: বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার ত্রিপুরা সদর দপ্তরে শুক্রবার হরিয়ালি তিজ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএসএফ সদর দপ্তরের তরফে এক প্রেস বার্তায় জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানটি বিএসএফ ওয়াইভস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (বিডব্লিউডাব্লিউএ) দ্বারা আয়োজিত হয়। যেখানে বিএসএফ পরিবারের মহিলারা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।
মেহেন্দি এবং পোষাক প্রতিযোগিতার পর ববিডব্লিউডাব্লিউএ - এর সভাপতি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর সুরেলা সঙ্গীতের মধ্যে সকল সদস্যরা ঐতিহ্যবাহী দোলনায় দোল খেয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। মেহেন্দি ও পোষাক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন এসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি রিতা কুমার।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রীতি গণেশ, অনুপ্রিয়া সিনহা এবং অন্যান্য সদস্যরা।

খুমুলুঙে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব আদিবাসি দিবস উদযাপন

খুমুলুঙ,০৯ আগস্ট।। আজ ৯ই আগস্ট স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে ডুকমালি হইতে শুভ যাত্রা করে নুডাই অডিটোরিয়ামে আনন্দ মুখর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন সমবায় দপ্তরের নির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা। সন্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা, এমডিসি গনেশ দেববর্মা, প্রাক্তন নির্বাহী সদস্য চন্দোদয় রূপিনী, প্রাক্তন নির্বাহী সদস্য রমণী দেববর্মা, সমাজসেবীদ্বয় পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া ও মনিহার দেববর্মা।বিশেষ আতথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক মুসলিম উদ্দিন আহমেদ।। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান টনি দেববর্মা।স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রশাসনিক আধিকারিক প্রদীপ দেববর্মা'মহিলারাই হচ্ছে যে কোন জাতির পরিচিতি চিহ্ন সরুপ" বলে উল্লেখ করেন উদ্বোধকের ভাষণ প্রসঙ্গে সমবায় দপ্তরের নির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা তিনি নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার্থে প্রত্যেকের চিরাচরিত পোষাকের প্রতি ভালবেসে জিইয়ে রাখার প্রতি আহ্বান জানান।
প্রধান অতিথি ভাষণে শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেন নিজেদের মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতিতে ভরপুর নিজস্ব পোষাকে সজ্জিত সকলের প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিক শুভচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের সমাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যত্নবান হয়ে দায়িত্ব পালন করতে গুরুত্বারোপ করেন।
সন্মানিত অতিথির ভাষণে যে কোন জাতির জিনস্ব জাতীয় পোষাকের প্রতি মর্যাদা দিয়ে বংশ পরমপরায় বজায় রাখা জন্যে সচেতন হয়ে চলার প্রতি আহ্বান জানান তথ্য সগস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা। তিনি নিজেদের পরিচিতি লোক সংস্কৃতি জাদু কলিজার প্রতি অগ্রহী হতে যুব সমাজের প্রতি আশা ব্যক্ত করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।